POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا
يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۝٢٨ (الانعام:28)

এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তারা বলিবে, হায়! যদি আমাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম না, এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। (আন-আনআম:২৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 9

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 3 মার্চ 2022 29 রজব 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

মদীনার শ্রেষ্ঠত্ব

১৪৮০) হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.)-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.)বলেছেন: আমাকে এমন জনপদে (যাওয়া)-র আদেশ দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য জনপদকে খেয়ে ফেলবে। এটিকে 'ইয়াসরাব' বলা হয় আর সেটি হল মদীনা যা (অসৎ) মানুষদের (জঞ্জালের ন্যায়) বের করে দিবে যেভাবে লোহার ভাটা লোহার ময়লা বের করে দেয়।

নোট: হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেন: মদিনার যথাযথ পবিত্রতা একমাত্র তখনই বজায় থাকতে পারত যদি দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোকেরা সেখানে না থাকত। পরের ঘটনাক্রম আঁ হযরত (সা.)-এর কথাটির অক্ষরে অক্ষরে সত্যায়ন করেছে। ইহুদী গোত্রগুলি চুক্তিভঙ্গ করেছিলে এবং বাইরের শত্রুদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে মদীনার উপর আক্রমণ করিয়েছিল। অবশেষে নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে একে একে তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেওয়া হয়। আঁ হযরত (সা.)-এর কথার দ্বিতীয় অংশটিও সেই সময় পূর্ণ হয় যখন মদীনা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠে এবং খলীফায়ে রাশেদীন-এর যুগে বিরাট বিরাট জয় অর্জিত হয়েছে। অন্যান্য জনপদকে খেয়ে নেওয়ার অর্থ সেগুলি বিজিত হবে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু ফাযায়েলুল মাদীনা, ২০০৮)

যাদের মধ্যে খোদা তা'লার মহিমা, মহত্ব এবং পবিত্রতার বিষয়ে কোনও আবেগ নেই তাদের নামায আন্তরিকতাশূন্য আর তাদের সিজদাগুলি ব্যর্থ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হওয়ার বাসনা

আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই ওলীউল্লাহ্ এবং আশিস ও কল্যাণের অধিকারী যার মধ্যে এই আবেগ বিকশিত হয়। খোদার মহিমা প্রকাশিত হোক, এটিই তাঁর অভিপ্রায়। নামাযে 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আযীম' এবং 'সুবহানা রাব্বিইয়াল আলা' বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়, তাতেও খোদার মহিমা ও মহত্ব এমনভাবে প্রকাশিত হওয়ার বাসনা নিহিত আছে যার তুলনা নেই। নামাযে যখন কোন ব্যক্তি খোদা তা'লার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে তখন তার মাঝে এই ভাবেরই উদয় হয়, এবং এই কথাগুলির মাধ্যমে খোদা তা'লা মানুষকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করেন যে, সহজাত আবেগ নিয়ে সে তার কাজকর্ম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা প্রকাশ করবে যে খোদা তা'লার মহত্বের বিরুদ্ধে কোনও কিছুই তার কাছে প্রাধান্য পাবে না। এটি উৎকৃষ্ট ইবাদত। যে সমস্ত ব্যক্তির আবেগ খোদা তা'লার ইচ্ছানুরূপ হয়ে যায়, তাদের পরিচয় এমন ব্যক্তির যার সঙ্গে খোদার সমর্থন রয়েছে আর তারাই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আশিস লাভ করে। যাদের মধ্যে খোদা তা'লার মহিমা, মহত্ব এবং পবিত্রতার বিষয়ে কোনও আবেগ নেই তাদের নামায আন্তরিকতাশূন্য আর তাদের সিজদাগুলি ব্যর্থ। যতক্ষণ খোদার জন্য আবেগ নেই, সিজদাগুলি শুধুই মন্ত্র যপ বলে গণ্য হবে যার দ্বারা বেহেশত অর্জন করতে চায়। স্মরণ রেখো! আবেগশূন্য বাহ্যিক ক্রিয়া ফলপ্রসু হতে পারে না। যেমনটি খোদা তা'লার কাছে কুরবানীর মাংস পৌঁছয় না, তদনুরূপ তোমাদের রুকু এবং সিজদাও পৌঁছয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সঙ্গে অকৃত্রিম আবেগ যুক্ত হয়। খোদা তা'লা আন্তরিকতা চান। তিনি তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আবেগ রাখে। যারা এমনটি করে তারা এমন এক সংকীর্ণ পথ অনুসরণ করে যা অন্যরা করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তরিকতা নেই, মানুষ উন্নতি করতে পারে না। যেন খোদা সংকল্প করেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জন্য মানুষ ভাবাবেগ অনুভব করবে না, ততক্ষণ তিনি তাদেরকে সুখানুভব দান করবেন না।

প্রত্যেকের একটি বাসনা থাকে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হওয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানকে সকল বাসনার উপর প্রাধান্য না দেওয়া হয়। ওলী বলা হয় বন্ধু তথা নৈকট্যপ্রাপ্তদেরকে। বন্ধুর কামনা-বাসনা যখন নিজের কামনা-বাসনার অনুরূপ হয়ে যায় তখন তাকে ওলী বলা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (অর্থাৎ আমি মানুষ ও জিন্নকে সৃষ্টিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি)। (আয যারিয়াত:৫৭)মানুষের উচিত খোদার জন্য আবেগ রাখা। এমনটি করলে যে তার সমকক্ষদের থেকে এগিয়ে গিয়ে খোদার নৈকট্যভাজন হয়ে উঠবে। মৃত মানুষের ন্যায় হওয়া উচিত নয়, যার মুখে একদিকে কোনও বস্তু দিলে তা অন্য দিক থেকে গড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে অসুস্থ অবস্থায় মানুষের ভিতরে ভাল কিছু যায় না। স্মরণ রেখো, কোনও ইবাদত এবং সদকা গৃহীত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার জন্য নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক আবেগ নেই। সেই আবেগ এমন হবে যে ব্যক্তি নিজেও জানবে না যে এই আবেগ কেন এবং কোথা থেকে এল? এমন মানুষের জন্ম হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু খোদার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৫৮)

পরকালকে অস্বীকার করার কারণেই তাদের মধ্যে ছন্নছাড়া ভাব তৈরী হয়েছে, তারা কোনও বিষয়কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে না আর তাদের অন্তর জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে।

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ
مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)সূরা নহলের ২৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এই বাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যদি খোদা তা'লার এক হওয়ার বিষয়টি এমন স্পষ্ট হয় তবে মানুষ কেন তা অস্বীকার করে? এর উত্তর হল, তাদের এই অস্বীকারের পেছনে কোন যুক্তি নেই। বরং এই সব যুক্তি প্রমাণ থাকা সত্ত্বে শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হল এরা মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানের অস্বীকারকারী। আর এই অস্বীকারের কারণ তাদের মধ্যে গাছাড়া মনোভাগ। কেননা যেহেতু এরা মনে করে যে এদের কর্মসমূহের

এরপর ৮ পাতায়.....

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২১ জানুয়ারী, ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত নিউজিল্যাণ্ড, ২০১৩ (সেপ্টেম্বর),
প্রশ্নোত্তর (পত্রাদি, বৈঠক প্রভৃতির সংকলন)
হুযুরের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের বিবরণ

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: মহম্মদ বিন আব্দুল জাব্বার আন নফর রচিত 'আল মোয়াকিফ' পুস্তকের

اُدْعُنِیْ فِیْ رُؤْیَتِیْ وَلَا تَسْئَلْنِیْ وَ سَلْنِیْ فِیْ غَیْبَتِیْ وَلَا تَدْعُنِیْ''

(অর্থাৎ আমার দেখার অবস্থায় আমার কাছে দোয়া কর কিন্তু আমার কাছে যাচনা করো না আর আমার অদৃশ্য হওয়ার অবস্থায় আমার কাছে দোয়া প্রার্থনা করো না।) বাক্যটি উদ্ধৃত করে জনৈক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, দোয়া করা এবং চাওয়ার মাঝে পার্থক্য কি? হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ২রা জুলাই তারিখের চিঠিতে লেখেন- আপনার লেখা উপরোক্ত পুস্তকের এই বাক্যটি কুরআনের কোন নির্দেশ নয়, না এই নীতির ভিত্তি কোনও হাদীসের উপর রয়েছে। এটি সেই পুস্তকের রচয়িতার নিজের তৈরী বাক্য।

কুরআন করীম ও হাদীসে দোয়া করা এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাচনা করার মাঝে কোন পার্থক্য করা হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন- اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -এই আয়াতে তিনি কোথাও একথা বলেন নি যে, তোমাদের দোয়ার মধ্যে কোথাও কোন যাচনা যেন না থাকে।

এছাড়া একটি হাদীসে কুদ্সিতে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- 'আল্লাহ্ তা'লা প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আকাশে অবতরণ করে ঘোষণা করেন, مَنْ یَّدْعُوْنِیْ فَاَسْتَجِیْبَ لَهٗ مَنْ یَّسْاَلُنِیْ فَاُعْطِیَهٗ - (অর্থাৎ কে আমার কাছে দোয়া করবে আর আমি তার দোয়া কবুল করব? কে আমার কাছে যাচনা করবে আর আমি তাকে দান করব?) এই হাদীসে আল্লাহ্ তা'লা একই সঙ্গে দোয়া এবং যাচনা করার আদেশ করছেন।

এছাড়া হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সিজদারত অবস্থায় মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সব থেকে নিকটে থাকে। অতএব, সিজদায় অধিকহারে দোয়া কর। এখানেও আল্লাহ্ তা'লা এমন কোন কিছু করতে নিষেধ করেন নি, তিনি শর্ত চাপান নি যে তোমাদের দোয়া যাচনাভিত্তিক হওয়া উচিত নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমূহে আমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন যে, আমাদের জাগতিক ও ধর্মীয় সমস্ত প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'লার কাছেই দোয়া করা উচিত। তিনি তাঁর একটি পঙক্তিতে বলেন-

'হাজতেঁ পুরি কারেঙ্গো কেয়া তেরী আজিজ বশর/ কার বায়াঁ সব হাজাতেঁ হাজাত রাওয়াঁ কে সামনে।

অর্থ: অসহায় মানুষ কি তোমার প্রয়োজন মেটাতে পারে? নিজের যাবতীয় চাহিদাবলী সেই সত্তার সামনে নিবেদন কর যিনি সকলের চাহিদা চাহিদাবলী পূর্ণ করেন।

অধিকন্তু উপরোক্ত পুস্তকে বর্ণিত বাক্য প্রসঙ্গে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা কখন সামনে থাকে না? তিনি তো সর্বব্যাপী ও চিরন্তর।

আমার মতে আল্লাহ তা'লার কাছে দোয়া করা এবং যাচনা করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। খুব বেশি হলে তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণ থেকে বাক্যটির এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, মানুষ যখন কারো উপস্থিতি টের পায়, তখন সে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকে। বর্তমান যুগে যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সিসি টিভি ক্যামেরা। তাই যখন মানুষ মনে করে যে, কেউ তাকে দেখছে না, আর শয়তান তাকে অসৎকর্মের প্রতি প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে, তখন তার উচিত নিজের ঈমানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে খোদা তা'লার দরবারে ঈমান রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা এবং তাঁর সামনে নতজানু হওয়া।

প্রশ্ন: সালাতুস তসবীহ-র বিষয়ে আরবী ডেস্ক, ইউ.কে-র ইনচার্জ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের, ১৯ই জুলাই তারিখের চিঠিতে বলেন-

সালাতুস তসবীহ-র বিষয়ে বর্ণিত হাদস নিয়ে অতীতের উলেমাদের উভয় প্রকারের মতামত বিদ্যমান। একদল উলেমা এই হাদীসকে গ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করেছেন আর অপর দলটি হাদীসের সনদকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে এটি কাল্পনিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।অনুরূপভাবে চার- ইমামদের মাঝেও মতানৈক্য পাওয়া যায়। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) এই নামাযকে পছন্দনীয়র মর্যাদাও দেন নি। অপরদিকে অন্যান্য ফিকাহবিদরা এই নামাযকে পছন্দনীয় আখ্যায়িত করেছেন এবং তারা এর কল্যাণের গুণগ্রাহী।

সালাতুস তাসবীহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস একথা তো অবশ্যই প্রমাণিত যে, হুযুর (সা.) স্বয়ং কখনও এই নামায পড়েন নি, এমনকি এই প্রমাণও পাওয়া যায় না যে খলীফায়ে রাশেদীনরা এই নামায পড়েছেন। অনুরূপভাবে ইসলামের পুনরুত্থানের জন্য আবির্ভূত হুযুর (সা.)-এর যে একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কখনও এই নামায পড়েছেন বলে কোনও রেওয়ায়েতও আমরা পাই না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোনও ব্যক্তি এই নামায পড়তে চায়, তবে আমাদের হযরত আলি (রা.)-এর সেই রেওয়ায়েতটি দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও বর্ণনা করেছেন। সেই রেওয়ায়েতটি এই যে, এক ব্যক্তি এমন এক সময় নামায পড়ছিল যখন নামায পড়া বৈধ নয়। হযরত আলির কাছে তা নিয়ে অভিযোগ জানানো হলে তিনি উত্তরে বলেন আমি এই আয়াতের সত্যায়নস্থল হতে চাই না।

اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی عَبْدًا اِذَا صَلّٰی

'অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে নামাযরত এক ব্যক্তিকে বাধা দেয়?'

ফিকাহ আহমদীয়ার উদ্ধৃতি সম্পর্কে বলতে হয় যে, অনেক এমন কথা এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেগুলির সংশোধন করা দরকার। এই কারণে ফিকাহ আহমদীয়া পুনপর্যালোচনা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে সংস্করণ প্রকাশিত হবে, তাতে ইনশাআল্লাহ্ এই লেখাগুলি সংশোধন করে দেওয়া হবে।

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক পত্রযোগে হুযুর আনোয়ারকে নিবেদেন করেন যে, সূরা নিসার ১৬ ও ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) দুটি ভিন্ন ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন।

হুযুর আনোয়ার ১৯ শে জুলাই, ২০২০ তারিখের চিঠিতে এ সম্পর্কে পথ নির্দেশনা প্রদান করে বলেন-কুরআন করীম কোন একটি নির্দিষ্ট যুগ বা জাতির জন্য অবতীর্ণ হয় নি, বরং আল্লাহ্ তা'লা এটিকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র জগতের পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক যুগে স্বীয় নৈকট্যভাজনদেরকে যুগের অবস্থা অনুযায়ী কুরআন করীমের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সূত্র বের করার জ্ঞান দান করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন,

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

আমাদের নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর (অসীম) ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু তা আমরা তা (প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন অনুসারে) একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অনুসারে নাযেল করে থাকি। (সূরা আল হিজর: ২২)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে এই যুগে মহম্মদের ধর্মের সংস্কার এবং জগতবাসীর হিদায়াতের জন্য আবির্ভূত করেছেন। আর কুরআনের এই সুসংবাদ অনুযায়ী তিনি কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অকুত ভাণ্ডার লাভ করেছেন। অতঃপর তাঁর মাধ্যম ও আশিসের কারণে তাঁর পরে সূচিত খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুরআন করীমের জ্ঞান দান করা হয়েছে। এই সত্তাগুলি নিজের নিজের যুগে, যুগের প্রয়োজন অনুসারে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞানলাভ করে নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কুরআন শরীফের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবীর সামনে বর্ণনা করেছেন।

আপনি চিঠিতে যে আয়াতের উল্লেখ করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.), হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.), হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) প্রত্যেকেই খোদা প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা সেই আয়াতগুলির তফসীর করেছেন। যে তফসীর অনুসারে এই আয়াতে সমাজে বিদ্যমান নানাবিধ দুরাচার ও কদাচার চিহ্নিত করে নিজ অনুসারীদেরকে সেই সব অসৎ কাজগুলি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই আয়াতগুলি দ্বারা এমন অপছন্দনীয় কাজকর্ম এবং অনৈতিক কর্মকে বুঝিয়েছেন যেগুলির সম্পর্ক ঝগড়া-বিবাদের ন্যায় গর্হিত কাজের সঙ্গে। আজ থেকে সত্তর আশি বছর পূর্বে সেই সব নারী ও পুরুষদের চরিত্র ভীষণ খারাপ বলে মনে করা হত যারা নিজেদের চারপাশে অহেতুক ঝগড়া-বিবাদের পরিবেশ সৃষ্টি করত। আর সেযুগে তখনও সমকামিতার ন্যায় অস্বাভাবিক ঘটনা সমাজে ততটা প্রচলিত হয় নি। এই কারণে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সেই যুগে এই আয়াতগুলিতে বর্ণিত গর্হিত কর্মের সেই ব্যাখ্যাই করেছেন যা সেই যুগে সচরাচর মন্দকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখন এই আধুনিক যুগে পুরুষ ও মহিলাদের এই ধরণের অপ্রাকৃতিক কামেচ্ছাকে সমকামি বিপ্লবের নাম দেওয়া হয়েছে আর তা সমাজে প্রচলন পাচ্ছে। এই কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন করীমের এই আয়াতগুলির এই ব্যাখ্যা করেছেন। এবং এই আয়াতে বর্ণিত মন্দকর্ম বলতে বর্তমান যুগের ক্রমবর্ধমান অপ্রাকৃতিক কামেচ্ছাকে বুঝিয়েছেন।

কুরআন বোঝার বিষয়ে এই ধরণের মতবিরোধ স্বাভাবিক বিষয়। বরং হুযুর (সা.) মুসলমান জাতির মধ্যে এই ধরণের জ্ঞানমূলক বিরোধাভাসকে আশীর্বাদ নামে অভিহিত করেছেন। কেননা এর পরিণামে কুরআন করীমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি-প্রমাণের নিত্যনতুন পথ উন্মোচিত হয়। (ক্রমশ..)

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'আমরা মক্কার কাফেরদের চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে এক্ষেত্রে বের হওয়ার অঙ্গীকার করেছি। তাই আমাকে একা যেতে হলেও আমি যাব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে একা বুক চিতিয়ে যুদ্ধ করব।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

বনু নাযীর, বদরুল মাউদ, বনু মুস্তালিক-এর যুদ্ধ এবং ইফক ও আহযাবের যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা।

মাননীয়া মুবারাকা বেগম সাহেবা (মুখতার আহমদ গোন্দল সাহেবের সহধর্মিণী), মাননীয় মীর আবদুল ওহীদ সাহেব এবং মাননীয় ওয়াকর আহমদ সাহেব (যুক্তরাষ্ট্র)-এর মৃত্যু সংবাদ ও স্মৃতিচারণা। নামায শেষে তাদের জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ২৮শে জানুয়ারী, ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৮ সুলাহ, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল আজও তা অব্যাহত থাকবে। হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) শনিবারে ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, রবিবার যখন উষার উদয় হয় হযরত বেলাল (রা.) আযান দেন এবং বসে বসে মহানবী (সা.)-এর (বাড়ির) বাইরে আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন অওফ মুযনী মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে আসেন। মহানবী (সা.) বাইরে বেরিয়ে এলে তিনি দাঁড়িয়ে তাঁকে (সা.) সংবাদ দেন যে, তিনি তার পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে আসছিলেন আর যখন মালাল এ পৌঁছেন সেখানে কুরাইশদের শিবির দেখতে পান। মালাল মদীনা থেকে ২৮ মাইল দূরে মক্কার পথে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। তিনি আবু সুফিয়ান এবং তার সাথীদের একথা বলতে শুনেছেন যে, তোমরা তেমন কিছুই করো নি। তোমরা মুসলমানদের ক্ষতি করেছ এবং তাদের কষ্ট দিয়েছ ঠিকই কিন্তু তোমরা তাদেরকে ধ্বংস না করেই ছেড়ে দিয়েছ। কাফিররা বলে, তাদের মাঝে এমন অনেক বড় বড় লোক রয়ে গেছে, বা বেঁচে আছে যারা তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবে। তাই ফিরে চলো যাতে আমরা তাদের মধ্যে জীবিত লোকদেরকে নির্মূল করতে পারি। সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা তাদেরকে একাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, সে কাফিরদের মাঝেই বসে ছিল আর তাদের বাধা দিয়ে বলে, হে আমার জাতি! এমনটি করো না। কেননা, তারা ইতোমধ্যে যুদ্ধ করে ফেলেছে আর আমার আশংকা হয় যে, তাদের মাঝে যারা যুদ্ধে আসতে পারে নি তারাও এখন তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের সাথে যোগ দিবে। তোমরা ফিরে চলো, কেননা বিজয় তো তোমাদেরই হয়েছে। আমার ভয় হয় যে, তোমরা পুনরায় গেলে পরাজিত হবে। এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং তাদেরকে এই মুযনী সাহাবীর বক্তব্য শোনান। তারা উভয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শত্রুদের উদ্দেশ্যে চলুন, যাতে তারা আবার আমাদের সন্তানদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের পরলোকদেরকে ডেকে পাঠান এবং তিনি (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে এমর্মে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেন যে, মহানবী (সা.) তোমাদেরকে শত্রুর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর (বলছেন) আমাদের সাথে যেন কেবল তারাই বের হয় যারা গতকাল ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। মহানবী (সা.) নিজের পতাকা আনান যা গতকাল থেকে বাঁধা ছিল আর যা তখনও খোলা হয় নি। মহানবী (সা.) এই পতাকা হযরত আলী (রা.)'র হাতে তুলে দেন, আর এটিও বলা হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে দিয়েছিলেন।

(সুবালুল হুদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩০৮-৩০৯) (মুজামুল বালদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৫)

যাইহোক, মুসলমানদের এই কাফেলা যখন মদীনা র ৮ মাইল দুরে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁছে তখন মুশরিকরা ভয় পেয়ে যায় আর তারা মদীনায় আবার আক্রমন করার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করে মক্কায় ফেরত চলে যায়।

[সৈয়্যদানা আবু বাকার শখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা-আলি মহম্মদ সালাবী, (উর্দু অনুবাদ), পৃ: ১১৩]

বনু নযীর-এর যুদ্ধ হয়েছিল ৪র্থ হিজরীতে। মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি ছোট্ট দল নিয়ে বনু নযীর (গোত্রের) বসতিস্থলে যান। তিনি (সা.)-এর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন, একটি রেওয়াতে অনুসারে মহানবী (সা.) তাদের কাছে বনু আমর গোত্রের দু 'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে প্রায় ১০জন সাহাবী ছিলেন। তাদের মাঝে হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.) সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সেই অর্থের কথা বলেন। তখন ইহুদীরা বলে, হ্যাঁ! (ঠিক আছে) হে আবুল কাশেম! আপনি প্রথমে খাবার খেয়ে নিন, এরপর আপনার কাজ করে দিব। তখন মহানবী (সা.) একটি দেওয়ালের পাশে বসে ছিলেন।

ইহুদীরা পরস্পর ষড়যন্ত্র করে আর বলে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য এরচেয়ে মোক্ষম সুযোগ তোমরা আর পাবে না। এজন্য বল, কে এই বাড়ির ছাদে উঠে একটি বড় পাথর তাঁর ওপর ফেলবে যাতে আমরা তাঁর হাত থেকে নিস্কৃতি পাই। একথা শুনে ইহুদীদের এক নেতা আমর বিন জাহাশ সম্মত হয় এবং বলে, এ কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তখন সালাম বিন মিশকাম নামের আরেকজন ইহুদী নেতা এ কাজের বিরোধিতা করে বলে, একাজ কখনো করো না। খোদার কসম! তোমরা যা কিছু চিন্তা করছ এর সংবাদ তিনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন। এটি চুক্তিভঙ্গের নামান্তর কেননা, আমাদের ও তাঁদের মাঝে চুক্তি রয়েছে। এরপর পাথর ফেলতে সম্মত ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর ওপর পাথর ফেলার জন্য যখন ওপরে যায় তখন উর্ধ্বলোক থেকে মহানবী (সা.)-এর কাছে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ আসে।

অর্থাৎ ইহুদীরা কী করতে চাচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা তঁাকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তিনি (সা.) তাৎক্ষণাৎ তাঁর বসার স্থান থেকে উঠে পড়েন এবং নিজ সঙ্গীদের সেখানেই বসা অবস্থায় রেখে এমনভাবে ফিরে আসেন যেন তাঁর কোন কাজ রয়েছে। মহানবী (সা.) দ্রুতগতিতে মদীনায় ফিরে যান। তিনি (সা.) মদীনায় পৌঁছার পর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে বনু নযীরের কাছে এই বার্তাসহ প্রেরণ করেন যে, আমার শহর, অর্থাৎ মদীনা থেকে বেরিয়ে যাও, তোমরা এখন আর আমার শহরে থাকতে পারবে না। তোমরা যে ষড়যন্ত্র করেছ তা ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। মহানবী (সা.) ইহুদীদেরকে ১০দিন সময় দেন কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় আর বলে, আমরা আমাদের আবাসস্থল ছেড়ে কখনোই যাব না। এই সংবাদ শোনারপর মুসলমানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। সব মুসলমান একত্রিত হয়ে গেলে মহানবী (সা.) বনু নযীরের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হন। যুদ্ধের পতাকা হযরত আলী (রা.) বহন করেন। মহানবী (সা.) তাদের দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু তাদের সাহায্যের জন্য কেউই এগিয়ে আসে নি। মহানবী (সা.) বনু নযীরের বিরুদ্ধে সেনাভিযানের পর এশার সময় তাঁর ১০জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তখন তিনি (সা.) ইসলামী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হযরত আলী (রা.)'র হাতে অর্পণ করেন, কিন্তু আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে এই সৌভাগ্য হযরত আবু বকর (রা.) লাভ করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখেন আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের, অর্থাৎ ইহুদীদের হৃদয়ে মুসলমানদের ত্রাস সঞ্চার করেন। অবশেষে তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই মর্মে আবেদন করে যে, তাদেরকে যেন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া এমন সব জিনিস নিয়ে দেশান্তরিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় যা উটের পিঠে তুলে নেওয়া সম্ভব এবং যেন প্রাণও ভিক্ষা দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) তাদের এই শর্ত ও আবেদন মঞ্জুর করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) ১৫দিন পর্যন্ত (তাদের দুর্গ) অবরোধ করে রাখেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েতে দিনের সংখ্যায় ভিন্নতা দেখা যায়।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭-৩৬১)

মহানবী (সা.) আনসারদের সম্মতি নিয়ে বনু নযীরের যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের পুরোটাই মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আনসারদের দল! আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। (সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৫)

বদরুল মওয়াঈদের যুদ্ধ। এটি ৪র্থ হিজরী সনের ঘটনা। এই যুদ্ধের কারণ হল, আবু সুফিয়ান বিন হারব ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলে, আগামী বছর আমাদের ও তোমাদের সাক্ষাৎ হবে বদরুস্ সাফরায়। আমরা সেখানে যুদ্ধ করব। মহানবী (সা.) হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে বলেন, তাকে বলে দাও ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ্। এ অঙ্গীকার করে লোকেরা পৃথক হয়ে যায়। কুরাইশরা ফিরে আসে আর মু'মিনরা তাদের লোকদেরকে এই অঙ্গীকার সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। বদর হল, মক্কা ও মদীনার মাঝে বিদ্যমান একটি বিখ্যাত কূঁপ যা সাফরা উপত্যকা ও জার নামক স্থানের মাঝখানে অবস্থিত। বদর মদীনা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১৫০ কি: মি: দূরত্বে অবস্থিত। অজ্ঞতার যুগে এই জায়গায় প্রতি বছর ১লা যিলকদ থেকে ৮ দিবসীয় একটি বিরাট মেলা বসত। যাহোক, অঙ্গীকারের সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল আবু সুফিয়ান ততই মহানবী (সা.) -এর সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা অপছন্দ করছিল। তার মাঝে ভীতি সঞ্চার হচ্ছিল। সে আকাঙ্খা করছিল, এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ না হয়। আবু সুফিয়ান ভাবটা এমন দেখাচ্ছিল যে, সে একটি বড় সেনাবাহিনী নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত মদীনাবাসীদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেয়া যে, সে অনেক বড় একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছে এবং আরবের প্রান্তে প্রান্তে এই সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া, যাতে এর দ্বারা মুসলমানদেরকে ভীত করা যায়।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩৭) (এটলাস সীরাত নববী, পৃ: ২১৬, দারুস সালাম, ১৪২৪ হিজরী)

একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ধর্মকে বিজয়ী করবেন, তাঁর নবী (সা.) -কে সম্মান দান করবেন। আমরা আমাদের জাতির সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম আর আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা পছন্দ করি না। কাফিররা একে ভীরুতা মনে করবে। অঙ্গীকার অনুসারে আপনি চলুন! আল্লাহ্র কসম! এতে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত আছে। এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তব্য শুনে মহানবী (সা.) অনেক আনন্দিত হন। মহানবী (সা.) যখন এ সম্পর্কে অর্থাৎ, আবু সুফিয়ান প্রমুখের সৈন্যদল প্রস্তুত করা সম্পর্কে (সংবাদ পান) তখন তিনি (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)-কে নিজের অবর্তমানে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলুলকে আমীর নিযুক্ত করেন এবং নিজের পতাকা হযরত আলী (রা.)'র হাতে তুলে দেন আর এরপর মুসলমানদের সাথে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে ১৫শ মুসলমান ছিল। মুসলমানরা বদরের প্রান্তরে বসা মেলাতে ক্রয়বিক্রয় করে আর ব্যবসায় অনেক মুনাফা করে। ৮দিন অবস্থানের পর (তারা) মদীনায় ফিরে আসেন।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩৭) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬, গাযওয়াতু রসুলুল্লাহ্)

যে মেলা বসেছিল সেখানে মুসলমানরা ব্যবসাবাণিজ্যও করে। যুদ্ধ হলে তো হবেই আর যদি না হয় তাহলে সেখানে যেন কমপক্ষে ব্যবসা হয়ে যায় আর এর ফলে মুসলমানদের অনেক লাভ হয়েছে। পুনরায় লিখেন, ওহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের পুনরায় মোকাবিলার যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এ-সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ রয়েছে আর বিবরণটি লিখেছেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)। তিনি লিখেন, ওহুদের যুদ্ধের পর রণক্ষেত্র থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের এ চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, আগামী বছর বদরের প্রান্তরে আমাদের ও তে ামাদের মাঝে যুদ্ধ হবে। মহানবী (সা.) এ চ্যালেঞ্জগ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এজন্য পরবর্তী বছর, অর্থাৎ ৪র্থ হিজরী সনের শওয়াল মাস শেষ হওয়ার উপক্রম হলে মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবীর একটি দল সাথে নিয়ে মদীনা থেকে বের হন এবং নিজের অবর্তমানে আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইকে আমীর নিযুক্ত করেন। অপরদিকে আবু সুফিয়ান বিন হারব ২ হাজার কুরাইশের সেনাদল নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু ওহুদের জয় এবং এত বড় দল সাথে থাকা সত্ত্বেও তার অন্তর ভীত ছিল। এছাড়া ইসলামকে ধ্বংসের প্রবল বাসনা থাকা সত্ত্বেও অনেক বড় দল গঠিন না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলমানদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছিল না। অতএব, সে মক্কাতে থাকা অবস্থায় নু য়ায়েম নিরপেক্ষ গোত্রের এক সদস্যকে মদীনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে আর তাকে তাগাদা দিয়ে বলে, যে করেই হোক; ভয়ভীতি প্রদর্শন বা সত্যমিথ্যা বলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে মুসলমানদেরকে যেন বিরত রাখে।যাহোক, সেই ব্যক্তি মদিনায় আসে এবং কুরাইশদের রণ-প্রস্তুতি এবং শক্তি ও উৎসাহ উদ্দীপনার মিথ্যা কাহিনি শুনিয়ে শুনিয়ে মদীনায় এক অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে। এমনকি কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির মানুষ এই যুদ্ধে যোগদান করতেও ভয় পেতে থাকে কিন্তু মহানবী (সা.) যখন বের হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন এবং তিনি (সা.) তাঁর ভাষণে বলেন, আমরা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এই সময়ে বের হওয়ার অঙ্গীকার করেছি। কাজেই, আমরা এ থেকে পিছপা হতে পারি না। আমাকে যদি একাও যেতে হয় আমি যাব এবং শত্রুর মোকাবিলায় বুকপেতে দণ্ডায়মান থাকব। একথা শুনে মানুষের মন থেকে ভয় দূর হতে থাকে এবং তারা অত্যন্ত উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে মহানবী (সা.)-এর সাথে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

যাহোক, মহানবী (সা.) দেড় হাজার সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর অন্যদিকে আবু সুফিয়ান দুই হাজার সিপাহী সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। কিন্তু ঐশী হস্তক্ষেপ যা ঘটল তা হল, মুসলমানেরা নিজেদের অঙ্গীকার অনুযায়ী বদর প্রান্তরে পৌঁছে গেল ঠিকই কিন্তু কুরাইশদের সেনাদল কিছুদূর এগিয়ে এসে আবার মক্কায় ফিরে যায়। ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তা হল, আবু সুফিয়ান যখন নুয়ায়েমের ব্যর্থতার কথা জানতে পারে তখন সে ভেতরে ভেতরে ভয় পায় এবং তার সেনাবাহিনীকে এ বলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যে, এবছর চরম দুর্ভিক্ষ চলছে আর মানুষও অভাবগ্রস্ত তাই এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এলে অধিক প্রস্তুতির নিয়ে মদীনায় আক্রমণ করব। ইসলামী সেনাবাহিনী আট দিন পর্যন্ত বদর প্রান্তরে অবস্থান করে আর সেখানে যেহেতু প্রতিবছর জিলকদ মাসের প্রারম্ভে মেলা বসতো (যার উল্লেখ আগেও করা হয়েছে) তাই এই দিনগুলোতে সাহাবীদের অনেকেই এই মেলায় ব্যবসা করে বেশ ভালো মুনাফা অর্জন করে। এমনকি তারা তাদের এই আটদিনের ব্যবসায় তাদের মূলধন দ্বিগুণ করে নেয়। যখন মেলা শেষ হল অথচ কুরাইশ বাহিনী আসলো না তখন মহানবী (সা.) বদর প্রান্তর থেকে যাত্রা করে মদীনায় ফেরত চলে আসেন। আর এদিকে কুরাইশরা মক্কায় ফিরে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। এই যুদ্ধকে গযওয়ায়ে বদর আল মওঈদ বলে। "

(সীরাত খাতামান নবীঈন, পৃ: ৫২৯-৫৩০)

বনু মুস্তালিক নামে একটি যুদ্ধ হয় পঞ্চম হিজরী সনের শাবান মাসে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু মুস্তালিক যুদ্ধের অপর নাম মুর-ইয়াসী'র যুদ্ধ।

(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকদি ,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১)

বনু মুস্তালিক খুযাআর একটি শাখা-গোত্র। এই গোত্রটি একটি কূপের পাশে বসবাস করতো যেটিকে মুর -ইয়াসী' বলা হতো। এটি ফুরু' থেকে একদিনের দূরত্বে অবস্থিত ছিল আর ফুরু' ও মদীনার মধ্যকার দূরত্ব হল, ৯৬ মাইল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮)

আল্লামা ইবনে ইসহাকের মতে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছে তবে মুসা বিন উকবার মতে এ যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনে হয়েছিল আর ওয়াকদীর ভাষ্য মতে, এই যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনের শাবান মাসে হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এটিকে ৫ম হিজরী সনের যুদ্ধই লিখেছেন। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছে যে, বনু মুস্তালিক গোত্র মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করেছে, এ প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) ৫ম হিজরী সনের শাবান মাসে তাদের উদ্দেশ্যে সাতশ' সাহাবী সঙ্গে নিয়ে অগ্রাভিযান করেন। মহানবী (সা.) মুহা্ জরদের পতাকা হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে অর্পণ করেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মুহাজিরদের পতাকা আম্মার বিন ইয়াসেরকে প্রদান করেন আর আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র হাতে তুলে দেন।

(আল বাদায়াতু ওয়ান নাহাইয়াহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৯-১৭০)

ইফকের ঘটনা এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ হল , বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেহযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)'র বিরুদ্ধে মুনাফিকদের পক্ষ থেকে অপবাদ আরোপ করা হয়। এ ঘটনাটি ইতিহাসে ইফকের ঘটনা নামে পরিচিত। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত রয়েছে। যদিও এই রেওয়ায়েতটি পূর্বেও এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে বর্ণনা করা হয়েছে ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত-১৪ই ডিসেম্বর, ২০১৮, আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৪ই জানুয়ারী ২০১৯ এর সংখ্যায় প্রকাশিত)

কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটেও এটি এখানে বর্ণনা করা আবশ্যক।

মহানবী (সা.) যখন কোন সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সংকল্প করতেন তখন তিনি স্বীয় স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ রয়েছে। লটারিতে যার নাম উঠতো তাকে তিনি (সা.) নিজের সফরসঙ্গী হিসাবে নিয়ে যেতেন। তিনি (সা.) একটি যুদ্ধে

যাওয়ার প্রাক্কালে আমাদের মধ্যে লটারি করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর এই লটারিতে আমার নাম উঠে। আমি তাঁর (সা.) সাথে যাই। এটি পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। তিনি (রা.) বলেন, আমাকে হাওদার ভেতরে সওয়ারীতে বা বাহণে উঠানো হতো, আবার হাওদায় থাকা অবস্থায়ই নামানো হতো। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকি। অবশেষে মহানবী (সা.) এই যুদ্ধ শেষ করে যখন প্রত্যাবর্তন করেন আর আমরা মদীনার নিকটে পৌঁছে যাই তখন একরাতে তিনি (সা.) সেখান থেকে যাত্রার ঘোষণা প্রদান করেন। উক্ত ঘোষণা দেওয়ার সময় আমি উঠে দাঁড়াই সেনাদলকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাই এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে আসি, এরইমধ্যে আমি আমার গলায় হাত দিয়ে দেখি, আযফারের (ইয়েমেনী) মূল্যবান মনিমুক্তার তৈরি আমার হার ছিঁড়ে পড়ে গেছে। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, তখন আমি (আমার হারের সন্ধানে) আবার ফিরে যাই এবং হার খুঁজতে খুঁজতে আমার দেরী হয়ে যায়। এদিকে যারা বাহন ও হাওদা উঠিয়ে দিত তারা আসে এবং হাওদা তুলে তারা তা সেই উটের পিঠে রেখে দেয় যাতে আমি বসতাম। তিনি (রা.) বলেন, তারা মনে করেছে, আমি হাওদাতেই আছি, কেননা তখনকার মেয়েরা হালকা -পাতলা হতো, মোটাসোটা হতো না আর তিনি খুব কম খাবার খেতেন। যাহোক, হাওদা তুলতে গিয়ে এর ভার তাদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হয় নি। তারা সেটি তুলে- সেই সময় আমি অল্প-বয়স্কা মেয়ে ছিলাম। তারা হাওদা তুলে উট হাঁকিয়ে রওয়ানা হয়ে যায়। এদিকে সেনাদল চলে যাবার পর আমি আমার হার খুঁজে পাই।

আমি তাদের শিবিরে ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। এরপর যে তাঁবুতে আমি ছিলাম সেই তাঁবুতে যাই। আমি ভাবলাম, আমাকে না পেয়ে তারা আবার এখানে ফিরে আসবে। বসে থাকতে থাকতে আমার চোখ লেগে যায় আর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সাফওয়ান বিন মুআত্তাল সুলামী যাকওয়ানী সেনাদলের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সকালে আমার তঁাবুতে আসেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তার ইন্না লিল্লাহ্ পড়ার শব্দে আমি জেগে উঠি। তিনি উটের পা মুড়িয়ে বসালে আমি উটে চড়ে বসি। আর তিনি আমাকে নিয়ে বাহন হাঁকিয়ে যাত্রা করেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলের কাছে গিয়ে পৌঁছি।

অতঃপর যার ধ্বংস হবার ছিল সে ধ্বংস হল। আর এই মিথ্যা অপবাদের প্রধান হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। (এরপর) আমরা মদীনায় পৌঁছি আর সেখানে আমি একমাস অসুস্থ থাকি। এদিকে কতক লোক অপবাদ রটনাকারীদের কথার চর্চা করতে থাকে। আমার অসুস্থতার সময় যে বিষয়টি আমাকে অস্থির করে তুলত তা হল মহানবী (সা.)-এর সেই স্নেহ আমি পেতাম না যা আমি আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন, কেমন আছ? আমি এই ঘটনার অর্থাৎ,ইফকের ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানতাম না। অবশেষে আমি যখন দুর্বল হয়ে পড়ি তখন (একরাতে) আমি ও উম্মে মিসতাহ্ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার স্থান মানাসের দিকে যাই। আমরা কেবল রাতেই সেদিকে যেতাম। আমরা রাতের অপেক্ষা করতাম আর এটি ছিল আমাদের ঘরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে টয়লেট বা শৌচালয় বানানোর পূর্বেকার কথা। সে সময় ঘরে টয়লেট থাকতো না। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, এর পূর্বে আমাদের অবস্থা প্রথম যুগের আরবদের মতই ছিল যারা জঙ্গলে কিংবা বাইরে গিয়ে প্রয়োজন সারতো। আমি এবং উম্মে মিসতাহ্ বিনতে আবু রুহম দু'জনই যাই। আমরা হাঁটছিলাম আর সে তার ওড়নায় পেঁচিয়ে পড়ে যায় আর বলে, মিসতাহ্ ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি খুবই খারাপ কথা বলেছ। তুমি কি এমন ব্যক্তিকে মন্দ বলছ যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে?সে বলল, হে অবলা মেয়ে, তুমি কি জান না লোকেরা কী বলাবলি করছে? এরপর সে আমাকে ইফকের ঘটনা বর্ণনা করে। এতে আমার অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পায়।

এরপর যখন আমি আমার ঘরে ফিরে আসি তখন মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন এরপর তিনি আমাকে সালাম দিয়ে বলেন, তুমি কেমন আছ? আমি নিবেদন করি আপনি আমাকে আমার পিতা -মাতার কাছে যাবার অনুমতি দিন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি আমার পিতা-মাতার কাছে চলে যেতে পারি। আমি তখন তাদের উভয়ের তথা পিতামাতার কাছ থেকে এ বিষয়ের সত্যাসত্য জানতে চাচ্ছিলাম। মহানবী (সা.) আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। আমি আমার পিতা-মাতার কাছে চলে আসি আর আমি মাকে বলি, লোকজন এসব কী বলাবলি করছে? তিনি বলেন, হে আমার কন্যা! এ ব্যাপারে চিন্তা করে নিজেকে কষ্ট দিও না। আল্লাহর কসম! কোন পুরুষের সুন্দরী স্ত্রী যাকে সে ভালোবাসে আরতার যদি সতীনও থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে কথা বলবে না- এমনটি খুব কমই ঘটে। আমি বলি সুবহানাল্লাহ! মানুষ এমন বিষয় ছড়াচ্ছে! হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সেই পুরো রাত কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করি; এমনকি সকাল হয়ে গেলেও আমার অশ্রুধারা বন্ধ হয় নি আর আমার আদৌ ঘুম আসে নি।

সকাল হলে মহানবী (সা.) হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) ও হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে ডেকে পাঠান। ওহী হতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি (সা.) তঁ ার স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাদের পরামর্শ চান। হযরত উসামা (রা.) যতদূর জানতেন সে মোতাবেক তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)'র সম্পর্ক কেমন বা হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কেও তিনি জানতেন যে, তিনি অত্যন্ত পূত-পবিত্র নারী ছিলেন তাই তিনি সে অনুসারেই পরামর্শ প্রদান করেন। যাহোক, হযরত উসামা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি আপনার সহধর্মিণী আর আল্লাহ্র কসম! আমরা তাঁর ব্যাপারে পুণ্য ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আলী বিন আবী তালিব (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্ তা'লা আপনার জন্য কোন অভাববা সংকট রাখেন নি। এ ছাড়া আরো অনেক নারী আছেন। ঐ দাসীকে জিজ্ঞাসা করুন সে আপনাকে সত্য বলে দিবে। এতে তিনি (সা.) বারীরাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, হে বারীরা! তুমি কী তার মাঝে এমন কিছু দেখেছ যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করতে পারে? বারীরা বলে, না। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন আমি তঁ ার মাঝে এ ছাড়া আর কিছুই দেখি নি যেটিকে আমি দোষ বলতে পারি অর্থাৎ তিনি কম বয়সী একটি মেয়ে, মাখানো আটা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েন আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে। মহানবী (সা.) সেদিনই দণ্ডায়মান হয়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেন আর বলেন, কে আমাকে এই ব্যক্তি থেকে নিষ্কৃতি দিবে, আমার পরিবার সম্পর্কে তার দেওয়া কষ্ট আমাকে জর্জরিত করেছে। আল্লাহর কসম! আমার পরিবারের ব্যাপারে আমি পুণ্য ছাড়া আর কিছু ই জানি না। লোকজন এমন ব্যক্তির কথা বলছে যার ব্যাপারে পুণ্য ছাড়া আর অন্য কিছুই আমার জানা নাই। আমার ঘরে সে কেবল আমার সাথেই আসতো। হযরত সা'দ বিন মুয়া'য(রা.) দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! খোদার কসম এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিব। যদি সে অওস গোত্রের হয় তবে আমরা তার শিরোচ্ছেদ করবো। আর সে যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের মধ্যে হতে হয় তবে আপনি আমাদের নির্দেশ দিবেন আমরা আপনার নির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা নেব। এতে খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদা দণ্ডায়মান হন। ইতিপূর্বে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব তাকে প্ররোচিত করে তোলে। তিনি বলেন, তুমি ভুল বলেছ। আল্লাহ্ র কসম! তুমি তাকে মারতে পারবে না আর তুমি তাকে হত্যার ক্ষমতাও রাখ না। অর্থাৎ গোত্রে-গোত্রে বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। তখন হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের দাঁড়িয়ে বলেন: তুমি ভুল বলছ। আল্লাহ্র কসম! আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষে কথা বলছ। এতে অওস এবং খাযরাজ উভয় গোত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে, এমনকি তারা লড়াইয়ের জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) নীচে নেমে আসেন। তাদেরকে শান্ত করেন। অবশেষে তারা নীরব হয়ে যায় এবং তিনি নিজেও নিশ্চুপ হয়ে যান।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি সারাদিন ক্রন্দনরত ছিলাম। এখন তিনি এই ঘটনাও (অর্থাৎ দু'গোত্রের বিতণ্ডা সম্পর্কে) জানতে পেরেছেন, কিন্তু আসল কথা হল, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যা কিছু হচ্ছিল তা তো হচ্ছিলই, কিন্তু আমি সারাদিন কাঁদতে থাকি। আমার কান্না থামে নি আর আমার ঘুমও আসে নি। আমার পিতামাতা আমার কাছে আসেন। আমি দু'রাত এবং এক দিন (অনবরত) ক্রন্দনরত ছিলাম। এমনকি আমি ভাবলাম এই ক্রন্দন আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। তারা উভয়ে, {অর্থাৎ,হযরত আয়েশা (রা.)'র পিতামাতা} আমার কাছে বসা ছিলেন আর আমি ক্রন্দনরতা ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা ভেতরে আসার অনুমতি চায় আর আমি তাকে অনুমতি প্রদান করি। সে বসে এবং আমার সাথে ক্রন্দন আরম্ভ করে। আমাদের এই অবস্থায় মহানবী (সা.) আগমন করেন এবং বসে পড়েন। যখন থেকে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে আর যা কিছুই রটানো হয়েছে, তিনি (সা.) আমার পাশে বসেন নি আর এক মাস পর্যন্ত তিনি এভাবেই ছিলেন। আমার এই বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছে কোন ওহী অবতীর্ণ হয় নি। হযরত আয়েশা (রা .) বলেন, তিনি (সা.) কলেমা শাহাদত পাঠ করেন। এরপর বলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তোমাকে দায়মুক্ত করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর সমীপে তওবা কর, কেননা বান্দা যখন নিজের পাপ স্বীকার করে আর এরপর তওবা করে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন।

মহানবী (সা.) যখন নিজের কথা শেষ করেন তখন আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি আমি আর এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করি নি। তখন আমি আমার পিতা অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলি, আমার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর কথার উত্তর দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি জানি না যে, আমি মহানবী (সা.)-কে কী বলব। এরপর আমি আমার মাকে বললাম,

আপনি আমার পক্ষ থেকে মহানবী (রা.)-কে তিনি যা বলেছেন তার উত্তর দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি জানি না যে, আমি মহানবী (সা.)-কে কী বলব। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তখন একজন স্বল্পবয়স্কা মেয়ে ছিলাম। খুব একটা কুরআনও জানতাম না। আমি বললাম, খোদার কসম! আমি জানতে পেরেছি যে, আপনারা তা শুনেছেন যা নিয়ে মানুষ কথা বলছে। আর আপনাদের হৃদয়ে তা স্থান করে নিয়েছে এবং আপনারা তা সঠিক ধরে নিয়েছেন। আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে, আমি নির্দোষ, আর আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমি বাস্তবেই নির্দোষ, (তবুও) আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনাদের কাছে কোন কথা স্বীকার করে নেই, আর আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, আমি দায়মুক্ত, তাহলে আপনারা আমাকে সে ক্ষেত্রে সত্য মনে করবেন।

খোদার কসম! আমি নিজের এবং আপনাদের জন্য ইউসুফের পিতার উদাহরণ ব্যতীত কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না, যখন তিনি বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ (সূরা ইউসুফ: ১৯)। অর্থাৎ, এখন উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করাই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যে কথা বলছ- তার প্রতিকারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হবে।

এরপর আমি আমার বিছানায় মুখ ফিরিয়ে নেই আর আমার আশা ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোষমুক্তির বিষয়টি প্র কাশ করে দিবেন। কিন্তু খোদার কসম! আমার এই ধারণা ছিল না যে, তিনি আমার সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ করবেন। আমার ধারণামতে আমি এর চেয়ে অনেক অযোগ্য ছিলাম যে, আমার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোন কথা বলা হবে। কিন্তু আমার আশা ছিল, মহানবী (সা.) ঘুমের মাঝে এমর্মে কোন স্বপ্ন দেখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করছেন। খোদার কসম! তিনি (সা.) তাঁর বসার স্থান থেকে পৃথক হননি, আর ঘরে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকেও কেউ বাইরে যায় নি, এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় আর তাঁর (সা.) সেই বিশেষ কষ্টের অবস্থা আরম্ভ হয় যা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর হতো। এমনকি শীতের দিনে-ও তাঁর (সা.) (শরীর) থেকে মু ক্তোর মতো (বিন্দু বিন্দু) ঘাম গড়িয়ে পড়ত। মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি (সা.) মুচকি হাসছিলেন আর সর্বপ্রথম যে কথাটি তিনি আমাকে বলেছিলেন তা হলো, হে আয়েশা! আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমার নির্দোষ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আর (এ কথা শুনে) আমার মা আমাকে বলেন, ওঠো, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে যাও। (জবাবে) আমি বললাম, না খোদার কসম, আমি তাঁর (সা.) কাছে যাব না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কারো প্রশংসা করব না। তখন আল্লাহ্ তা'লা আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ (সূরা আন্ নূর: ১২) অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা এক বড় মিথ্যা রটনা করেছিল তারা তোমাদেরই এক দল। যখন আল্লাহ্ তা'লা আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে (এই আয়াত) অবতীর্ণ করেন তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আয়েশা (রা.) সম্পর্কে সে {অর্থাৎ মিসতাহ্ (রা.)} যে অপবাদ রটিয়েছে এর পর আমি মিসতাহ্ -র খরচ বহন করব না। তিনি (রা.) মিসতাহ্ বিন উসাসা'রনিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তার খরচ বহন করতেন। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা আয়াত-

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور:23)

(সূরা আন্ নূর: ২৩) অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ, আর তোমাদের মাঝে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারীরা যেন আত্মীয়স্বজন, অভাবী এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদের কিছুই দিবে না বলে কসম না খায়। তাদের উচিত তারা যেন ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও বারবার কৃপাকারী।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কেন নয়! আমি অবশ্যই পছন্দ করি আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি (রা.) মিসতাহ্‌কে পুনরায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করা আরম্ভ করেন। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত মিসতাহ্ (রা.)-কে যে আর্থিক সাহায্য করতেন তা পুনরায় প্রদান করা আরম্ভ করেন। {হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,} রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর কাছে আমার বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার সম্পর্কে তিনি (সা.) হযরত যয়নব (রা.) -কে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি (সা.) হযরত যয়নবকে বলেন, হে যয়নব! তুমি (আয়েশা সম্পর্কে) কী জান? তখন তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার কান এবং চোখকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার মাঝে ভালো ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ইনিই সেই যয়নব ছিলেন যিনি {রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রীদের মাঝে} আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা (তার) পুণ্যের কারণে তাকে রক্ষা করেছেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুশ শাহাদত, বাব তাদিলুন নিসা, হাদীস-২৬৬১)

এটি সহীহ্ বুখারীর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত।

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লা যে বিষয়টি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত রেখেছেন তা হলো, তিনি শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণীকে তওবা ও ইস্তেগফার এবং দোয়া ও সদকার ফলে টলিয়ে দেন। অনুরূপভাবে মানুষকে-ও তিনি সেই একই স্বভাব শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, কুরআন শরীফ ও হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত যে, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে মুনাফেকরা কেবলমাত্র নোংরামি করে সত্যপরিপন্থী যে অপবাদ আরোপ করেছিল, এই গুজবে কতিপয় সরল প্রকৃতির সাহাবী (রা.)-ও জড়িয়ে পড়েন। একজন সাহাবী এমন ছিলেন যে, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে দু -বেলা খাবার খেতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার এই অপরাধের কারণে শপথ করেছিলেন এবং শাস্তি স্বরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, তার এই অনুচিত কাজের শাস্তি স্বরূপ আমি তাকে আর কখনো খাবার দেব না। তখন এই আয়াত وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (সূরা আন্ নূর: ২৩) অবতীর্ণ হয় আর হযরত আবু বকর নিজের সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন এবং তাকে খাবার খাওয়ানোর রীতি পুনর্বহাল করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর ভিত্তিতেই এ বিষয়টি ইসলামী নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যে, যদি শাস্তি দেয়ার কোন অঙ্গীকার করা হয়, তবে তা ভঙ্গ করা উত্তম চরিত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ তার কর্মচারীর বিষয়ে শপথ করে একথা বলে যে, আমি অবশ্যই তাকে পঞ্চাশবার জুতোপেটা করব, তবে তার তওবা ও অনুশোচনার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া ইসলামের রীতি, যেন এভাবে 'তাখাল্লুক বিআখলাকিল্লাহ্' (নিজের মাঝে আল্লাহ্‌র গুণ ও বৈশিষ্ট্য অবলম্বন) করা হয়। কিন্তু ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গ করা বৈধ নয়। ওয়াদা ভঙ্গ করলে জিজ্ঞাসিত হতে হবে, শাস্তিপ্রদান মূলক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে নয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১ , পৃ: ১৮১, পরিশিষ্টাংশ)

ওয়াদা এবং ওয়া'ঈদ কী- সেটি একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ; পূর্বেও একবার এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

যাইহোক, এবার আলোচনা হবে আহযাবের যুদ্ধ সম্পর্কে, যা ৫ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। মক্কার কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে এটি ছিল তৃতীয় বড় যুদ্ধ, যাকে পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। এই যুদ্ধ ৫ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। যেহেতু এই যুদ্ধে কুরাইশ, খায়বারের ইহুদি এবং আরও অনেক গোত্র সংঘবদ্ধ হয়ে মদিনা মু নাওয়ারার ওপর আক্রমণ করেছিল, সেজন্য কুরআন শরীফে উল্লিখিত নাম তথা 'আহযাব' নামেও এই যুদ্ধ পরিচিত।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ইহুদি গোত্র বনু নাযীরকে নির্বাসিত করেন, তখন তারা খায়বারে চলে যায়। তাদের সম্ভ্র ান্ত ও সম্মানিত কিছু ব্যক্তি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। তারা কুরাইশদের একত্রিত করে এবং তাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয়। তারা কুরাইশদের সাথে চুক্তি করে এবং সবাই তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হয় আর এর জন্য তারা একটি সময় নির্ধারণ করে নেয়। বনু নাযীর গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের কাছ থেকে বেরিয়ে গাতফান ও সুলায়েম গোত্রের কাছে যায় এবং তাদের সাথেও অনুরূপ চুক্তি করে আর এরপর তারা তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। কুরাইশরা প্রস্তুতি নেয়; তারা বিভিন্ন গোত্র ও তাদের মিত্র আরবদের একত্রিত করে, যাদের সংখ্যা চার হাজারে গিয়ে ঠেকে। তাদের নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান বিন হারব। পথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও এই সৈন্যবাহিনীর সাথে যুক্ত হতে থাকে, এভাবে এই সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা দশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা থেকে তাদের যাত্রা করার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের ডাকেন, তাদেরকে শত্রুর বিষয়ে অবগত করেন এবং এই বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করেন। তখন হযরত সালমান ফাসী পরিখা খননের পরামর্শ দেন যা মুসলমানদের পছন্দ হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে মদিনার উত্তর দিক উন্মুক্ত ছিল, অবশিষ্ট তিন দিকে বাড়িঘর ও খেজুর-বাগান ছিল, যেদিক দিয়ে শত্রুরা প্রবেশ করতে পারতো না। তাই উন্মুক্ত দিকে পরিখা খনন করে শহরের প্রতিরক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মহানবী(সা.) তিন হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে পরিখা খনন আরম্ভ করেন। মহানবী (সা.) অন্যান্য মুসলমানদের সাথে পরিখা খননের কাজ করছিলেন যেন তাদের মনোবল দৃঢ় হয়। মোট ছয়দিনে এই পরিখা খনন করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ছয় হাজার গজ বা সাড়ে তিন মাইল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০-৫১)(এটলাস সীরাতে নববী, পৃ: ২৭৮, দারুস সালাম, ১৪২৪ হিজরী)

হযরত আবু বকর, মহানবী (সা.)-এর সাথে সাথে ছিলেন। পরিখা খননের সময় হযরত আবু বকর নিজের জামায় করে মাটি উঠাতেন এবং পরিখা খননের কাজেও তিনি অন্যান্য সাহাবীদের সাথে একত্রে কাজ করেন, যেন নির্ধারিত সময়ের ভেতর দ্রুততম সময়ে পরিখা খননের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

(আল খলীফাতুল আওয়াল আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা দাকতুর আলি মহম্মদ আস সালাবী, পৃ: ৬৫-৬৬, ফিল খান্দুকি ও বনী কুরাইযা)

কোন মুসলমান-ই পরিখা খননের কাজ থেকে পিছিয়ে থাকেনি। আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর যখন ঝুড়ি খুঁজে পেতেন না, তখন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য নিজেদের জামায় করে মাটি তুলে অন্যত্র সরাতেন। আর তারাদু'জন কোন কাজ বা সফরে কিংবা অন্য সময়ে পরস্পর থেকে পৃথক হতেন না। (সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৫)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) পরিখা খননে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন; কখনো তিনি কোদাল চালাতেন, কখনো বেলচা দিয়ে মাটি জড়ো করতেন এবং কখনো টুকরিতে মাটি তুলতেন। একদিন তিনি (সা.) অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়লে একটু বসেন এবং বাঁদিকে একটি পাথরে হেলান দেন আর মহানবীর ঘুম পায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাথার দিকে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে যাতায়াত করতে বারণ করেন যাতে তাঁর ঘুমের ব্যঘাত ঘটে।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৭)

কুরাইশ এবং তাদের মিত্র বাহিনীর ১০ হাজার যোদ্ধা মদিনার মুসলমানদের যখন অবরোধ করে তখন সেই অবরোধকালে হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমানদের একাংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পরবতীতে সেই জায়গা, যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যেটি মসজিদে সিদ্দীক নামে প্রসিদ্ধ।

(সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবর, প্রণেতা আলহজ্জ হাকীম গোলাম নবী, পৃ:৪১)

আগামীতেও ইনশাআল্লাহ্ উক্ত স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে। এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই যাদের মাঝে প্রথমে রয়েছেন মুকাররমা মোবারাকা বেগম সাহেবা, যিনি ছিলেন মুখতার আহমদ গোন্দল সাহেবের সহধর্মিণী। ১১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে তিনি ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি হযরত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ গোন্দল সাহেবের পুত্রবধূ ছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জামা'তের সেবা করতেন। তিনি নিজ গ্রাম চক নিরানব্বই উত্তর-এর লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদরও ছিলেন। নিয়মিত নামায, রোযা পালনকারী এবং দরিদ্র প্রতিপালনকারী নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। সারা জীবন ছোটদের এবং বড়দের পবিত্র কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা ওসীয়্যতকরেছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে পাঁচজন পুত্রসন্তান এবং তিনজন কন্যাসন্তান রেখে গেছেন। সি য়েরালিওনের মুরব্বী ইফতেখার আহমদ গোন্দল সাহেব তার পুত্র এবং তিনি মুরব্বী ফাওয়াদ আহমদ সাহেবের দাদী ছিলেন। এছাড়া তার বংশে পৌত্র এবং পৌত্রীদের মাঝে আরও অনেকে মুরব্বী এবং ওয়াকফে জিন্দেগীও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার দোয়া তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে কবুল করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ মীর আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের যিনি ১২ এবং ১৩ জানুয়ারির মধ্যবতী রাতে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমের বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার বড়দাদা মীর আহমদ দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর খিলাফতকালে ১৯১১ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ বংশে একাই আহমদী ছিলেন। একইভাবে তার নানা বাড়ির দিক থেকে তার নানা শেখ আল্লাহ্ বখ্শ সাহেব অফ বান্নু সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের দাদার নাম ছিল আব্দুল করীম। তিনি তবলীগের ক্ষেত্রে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাই তার দাদা পেশাওয়ারে মৌলভী আব্দুল করীম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনেক পড়াশোনা করতেন। তিনি নিজস্ব লাইব্রে রিও বানিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে যখন সংসদে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল উপস্থি ত হচ্ছিল তখন অনেক বিরল বইয়ের প্রয়োজন পড়ে যেগুলো তার পাঠাগার থেকে হস্তগত হয়। তাঁর বোনজামাই এই রেওয়ায়েত পাঠিয়েছেন। ২০২০ সালের ০৯ সেপ্টেম্বর রসূল অবমাননার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে ২৯৫সি ধারায় মীর আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ফলে মোল্লা, মৌলভী এবং অন্যান্য লোকেরা তাদের বাড়ি অবরোধ করে রাখে। পুলিশ তাকে স্বপরিবারে কোনভাবে ঘর থেকে বের করে নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে দেয়। কিছুদিন পর রাওয়ালপিণ্ডিতে তাদের ঘরে রাতে অতর্কিতে পুলিশ এসে তার পুত্র আব্দুল মজিদ সাহেবকে গ্রেফতার করে।

আল্লাহ্ তা'লা মীর আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবকে দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান দান করেছিলেন। তার এক পুত্র আব্দুল মজিদ সাহেব, যার বিষয়ে একটু আগে উল্লেখ করা হলো, এখন আসীরে রাহে মাওলা হিসেবে জেলে বন্দি অবস্থায় আছেন। নিজ পিতার মৃত্যুতেও তিনি আসতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার আত্মীয়দের ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন আর তার যে পুত্র এখনও বন্দি অবস্থায় আছেন, যার বয়স সম্ভবত ২০ বছর, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণটি হলো যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী মুকাররম সৈয়্যদ ওয়াকার আহমদ সাহেবের; যিনি গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে ৫৮ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তাঁর সহধর্মিণী হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের প্রদৌহিত্রী অর্থাৎ তাঁর দৌহিত্রের কন্যা এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের পৌত্রির কন্যা হন। সেই সূত্রে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বংশধর। শাহ্ সাহেবের বংশে তার বিয়ে হয়। এই বংশে ওয়াকার শাহ সাহেবের দাদু সৈয়্যদ ডক্টর জহুর শাহ সাহেব অবসর প্রাপ্ত হওয়ার পর ওয়াকফ করার তৌফিক লাভ করেন এবং তৃতীয় খলীফার যুগে ফিজিতে কয়েক বছর মুবাল্লিগ হিসেবে কর্মরত থেকেছেন। এরপর রাবোয়াতেও খিদমত করার তৌফিক লাভ করেন। তাঁর পরিবার খিলাফত ও জামাতের প্রতি বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত।

তাঁর সহধর্মিণী শাযিয়া খান বলেন, বিয়ের এই সম্বন্ধের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে দোয়া করতে বলেন। দোয়া করে আমি যখন সম্মতি প্রকাশ করি তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এই সম্বন্ধের সদয় অনুমতি প্রদান করেন। অর্থাৎ তিনি (রাহে.) এই সম্বন্ধ করিয়েছেন। তিনি (শাযিয়া খান) লিখেন, তেত্রিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি আঙু ল ধরে আমাকে পরিচালিত করেছেন। যাবতীয় চাহিদা ও ইচ্ছাআকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি ছিলেন একজন অতুলনীয় পিতা। নিজের জন্য কখনো কিছুই করেন নি এবং নিতান্ত অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মাঝে কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল না আর যৎসামান্য থাকলেও তা পরিবার-পরিজনের জন্য জলাঞ্জলি দিতেন। তিনি বলেন, সেই দিনটি ছিল আমার জন্য সুন্দরতম দিন যেদিন জনৈক ব্যক্তিকে গর্ব করে তিনি বলেন- আমি মসজিদে যাই; আমার অঙ্গীকার পাঠ করি এবং আমার কাছে সেই অঙ্গীকার পূরণের চেয়ে অন্য কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অঙ্গীকারের জন্য আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি আর এটি নিছক কথার কথা নয় বরং আমি লক্ষ্য করেছি, (আমি জানি,) একটি কঠিনতম পরীক্ষার মু হূ র্তেও তিনি এই অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন আর যা (অঙ্গীকার) রক্ষা করছিলেন তা পূর্ণ করেছেন এবং (এক্ষেত্রে) কোন ধরনের আত্মীয়তার পরোয়া করেন নি। খিলাফতের আনুগত্যের বাইরে কখনো পা রাখেন নি।

তিনি বলেন, তিনি যা বুঝতেন না তারও আনুগত্য করতেন, কেননা আমাদের কাজই হলো আনুগত্য করা। তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ প্রকৃতির ছিলেন আর তিনি সর্বদা আমাকেও এ ব্যাপারে নসীহত করতেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। তাঁর পুত্র স্নেহের সৈয়্যদ আদেল আহমদ বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া কানাডা থেকে শাহেদ পাশ করে মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আমার পিতা একজন অনাড়ম্বর ও নিষ্ঠাবান প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো নিজেকে নিয়ে ভাবেন নি বরং সর্বদা সহধর্মি ণী ও সন্তানসন্ততির প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। ভালো কোন জিনিস নিজের জন্য ক্রয় করতেন না, বরং কয়েক বার স্মরণ করাতে হতো যে, নিজের জন্যও খরচ করুন। মুরব্বী সাহেবদের এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তার শ্বশুর মাহমুদ আহমদ খান সাহেব, যিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের দৌহিত্র এবং হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবার পৌত্র, তিনি লিখেন, ওয়াকার অর্থাৎ তার জামাতা ছিলেন একজন অতি সচ্চরিত্রবান ও অতিথিপরায়ণ মানুষ। তিনি বলেন, যত অতিথিই আসুক না কেন আর তাদের সাথে আলাপচারিতায় যা কিছুই হোক না কেন, আমি কখনো তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেখি নি। তিনি আরো বলেন, আমার মনে আছে প্রথম দিকে তার পুত্র আদেলের উদাসীনতার কারণে সে তাকে বার বার শাসন করতো, কিন্তু আদেল যখন জীবন উৎসর্গ করে তখন তার সাথে ওয়াকারের ব্যবহার সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। অতঃপর এই সন্তানই তার সবচেয়ে প্রিয় হয়ে যায় এবং সে তাকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো।

আবু ধাবি জামা'তের সাবেক আমীর মুনির আহমদ সাহেব লিখেন, চাকরিসূত্রে ওয়াকার সাহেব স্বপরিবারে আবু ধাবিতে অবস্থান করতেন। এখানে অবস্থানকালে তার সাথে পারিবারিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একজন পেশাজীবি ব্যাংকার ছিলেন। অনাড়ম্বর প্রকৃতি ছিল তার বিশেষ চারিত্রিক গুণ। জামা'ত ও ব্যবস্থাপনার প্রতি নিবিড় সম্পৃক্ততা বজায় রাখতেন। খিলাফতের জন্য সীমাহীন প্রেম ও আনুগত্যের প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পূর্বে তার বাড়িটি জামা'তের প্রয়োজনে অত্যন্ত হাসিমুখে দিয়ে রাখেন যা জুমু আ এবং বিভিন্ন সভার জন্য কাজে আসে। জামা'তের ইন্টার্নাল অডিটর (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক) হিসেবেও তিনি কাজ করার তৌফিক লাভ করেন। অনুরূপভাবে সৈয়্যদ হাশেম আকবর সাহেব লিখেন, আমি তার সাথে কাজ করেছি। আমি তাকে সদা মিশুক ও মানবসেবার স্পৃহায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার

করুন আর তার সন্তানদেরও সৎকর্ম করার তৌফিক দান করুন এবং সন্তানদের জন্য তার দোয়া কবুল করুন।

নামাযের পর আমি তাদের সবার (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ।)

****

১ পাতার শেষাংশ.....

কোনও পরিণাম প্রকাশ পাবে না, অতএব, তা ভাল বা মন্দ হওয়া নিয়ে বিশেশ চিন্তা থাকে না। আর তারা হঠকারিতা ও ধর্মান্ধতার মধ্যে খারাপ কিছু দেখে না, কেননা তাদের মতে এর জন্য তো কোন শাস্তি তো আর হচ্ছে না! এই জন্যই তাদের অন্তরকে কালক্রমে নিবুদ্ধিতা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাদের মধ্যে পাপ-পুণ্যের সেই চেতনা বিদ্যমান নেই যা সেই সময় মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় যখন সে উপলব্ধি করে যে, তার কর্মসমূহের পরিণাম প্রকাশ পেতে চলেছে যা গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত পরকালকে অস্বীকার করার কারণেই তাদের মধ্যে ছন্নছাড়া ভাব তৈরী হয়েছে, তারা কোনও বিষয়কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে না আর তাদের অন্তর জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই তারা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত বিষয়কেও এমন ধৃষ্টতাপূর্ণভাবে অস্বীকার করে বসে, বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করার প্রতি মনোযোগ দেয় না। এখানে 'মুনকেরাতুন' শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী নয়,বরং এর অর্থ অজ্ঞ, যার দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে ঈমান না আনার কারণে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার চেতনা যেহেতু লোপ পেয়েছে, তাই এই অভ্যাসের কারণে বোধবুদ্ধিও হারিয়ে গেছে। তারা একথা উপলব্ধি করতে পারে না যে, তাদের মতবাদগুলি পরস্পর বিরোধাভাসপূর্ণ।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার দ্বিতীয় যে পরিণামের কথা এখানে বলা হয়েছে তা এই যে, তাদের মধ্যে দাম্ভিকতা তৈরী হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি বিচার দিবসে বিশ্বাসী নয়, তার কোন কিছুর ভয় থাকে না। আর ভয়ডরহীন মানুষ সত্যকে স্বীকার করার প্রয়োজন অনুভব করে না।

বস্তুত قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ বাক্যে দুই প্রকারের মুশরিকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর মুশরিক হল সেই সব লোকেরা, যাদের মধ্য থেকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার গুণ অবশিষ্ট নেই, যারা অজ্ঞতার পঙ্কিলে নিমজ্জিত। অন্তর ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়ার কারণে তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে অপারগ। দ্বিতীয় প্রকারের মুশরিক সেই সব লোকেরা যারা যুক্তিপ্রমাণ শুনে এক খোদার মতবাদকে অন্তরে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু আত্ম-অহংকার এবং নিজেদের হঠকারিতার কারণে তারা তা স্বীকার করে না, কেননা বিচার দিবসকে অস্বীকার করার কারণে এতটাই ভয়ডরহীন হয়ে উঠেছে যে সত্যকে অস্বীকার করার মধ্যে তারা কোন ক্ষতি দেখে না।

তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৩)

২২ শে মে, ২০২১ তারিখ জামাত আহমদীয়ার ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর গ্যাম্বিয়ার সাংবাদিকরে সম্মেলন ।

২২ শে মে, ২০২১ তারিখ জামাত আহমদীয়ার ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) -এর সঙ্গে প্রথম বার গ্যাম্বিয়ার ১৫জন সাংবাদিকের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ইসলামাবাদের টিলফোর্ড-স্থিত অফিসকক্ষ থেকে। সংবাদ প্রতিনিধিরা গ্যাম্বিয়ার এম.টি.এ স্টুডিও থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

৫৫ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিগণ হুযুর আনোয়ারকে মধ্য-প্রাচ্যে বিরাজমান অরাজকতা ও উৎপীড়ন, মুসলমানরে মধ্যে ঐক্যের অভাব এবং সন্ত্রাসের মত একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

হুযুর আনোয়ার (আই.)এর 'বিশ্ব সংকট এবং শান্তির পথ' পুস্তিকা প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর কিভাবে জোর দেওয়া যায়?

হুযুর আনোয়ার উত্তরে বলেন: শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়-নীতি প্রাথমিক শর্ত। আর একটি সমাজ তখন সুখ ও সমৃদ্ধিময় হতে পারে যখন পারিবারিক স্তর থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত সমাজের প্রত্যেক স্তরে স্বচ্ছ ও ন্যায় নীতি পরিলক্ষিত হয়।

আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যদি দ্বৈত-নীতি অবলম্বন করা হয়, যেমনটি বর্তমান রাজনীতিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তবে তারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। লীগ অফ নেশন স্থাপনার পরও এমনটিই হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক দেশকে সমান অধিকার পাইয়ে দেওয়া। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় এবং পরিণতি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। "

আজকের যুগে জাতিসংঘের কার্যকলাপকে লীগ অফ নেশনের কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করে হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপ অবস্থা জাতিসংঘেরও। তার ন্যায় নীতি অনুসরন করছে না। ধনী ও নির্ধন দেশের জন্য তাদের দুই রকম মানদণ্ড রয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমি দেশ এবং আফ্রিকী ও এশিয়ান দেশগুলির জন্য। এই কারণেই আজ আমরা পৃথিবীতে অশান্তি দেখতে পাচ্ছি। অতএব, ন্যায় ব্যতিরেকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এই কারণেই কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে স্থানীয় স্তর থেকে পারিবারিক স্তর এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও শান্তি প্রতিষ্ঠত করতে হবে। তবেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।"

একজন সাহাবী আঁ হযরত (সা.)এর একটি হাদীস বর্ণন করেন যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন অসৎকর্ম দেখ, তবে তা হাত দ্বারা প্রতিহত কর, এমনিট সম্ভব না হলে এ সম্পর্কে উপদেশ দাও আর তাও না হলে এটিকে অন্তরে ঘৃণা কর। এরপর সাহাবী আহমদীয়া মুসলিম জামাত ফিলিস্তীনবাসীদের যন্ত্রনা দূর করার বিষয়ে প্রশ্ন করেন যে, এমন পরিস্থিতিতে জামাতের কি করণীয় আর তারা কি করছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাত সাধ্যমত করছে, ফিলিস্তিনবাসীদের অধিকারের জন্য সরব হচ্ছে এবং প্রত্যেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন:আমাদের কাছে জাগতিক কোন শক্তি নেই। আমরা কোন দেশের সরকার চালাচ্ছি না। তাই যতদূর শক্তির প্রশ্ন রয়েছে, আমরা তা ব্যবহার করতে অপারগ। আর যতদূর সেই অত্যাচারকে ঘৃণা করা বা কথার মাধ্যমে প্রতিহত করার বিষয়টি রয়েছে- এমনটা তো আমরা সব সময়ই করে থাকি। গত ঈদের খুতবায় আমি ফিলিস্তিনবাসীদের উপর হওয়ার অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেছিলাম। (উভয়পক্ষের মধ্যে) শক্তির কোন তুলনাই হয় না। ইজরায়েল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শক্তিধর দেশ। অপরদিকে ফিলিস্তীনীরা একটি ছোট্ট সহায় সম্বলহীন জাতি। তারা পাল্টা জবাব দিতে অপারগ। তারা কেবল উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে।"

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির পারস্পরিক ঐক্যের প্রয়োজন যাতে ফিলিস্তীনিদের অধিকারের জন্য চেষ্টা করা যায়। পৃথিবীতে প্রায় ৫৪টি মুসলিম বহুল দেশ রয়েছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি কোন ঐক্যমত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং শন্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেষ্ট হয়, তবে বলা যেতে পারে যে, ফিলিস্তিনীদের অধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্য নেই। প্রত্যেক মুসলমান নেতার নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। আমাদের বিরোধীরাও একথা অবগত যে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাই তারা যা খুশি করতে পারে। অতএব, এই সমস্যার বাস্তব সমাধান এই যে, মুসলমি বিশ্বকে এক হতে হবে।"

মুসলিম বিশ্ব কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে? সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক মুসলিম নেতার উচিত মুসলিম জাতির স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থ, দেশীয় স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থের উপর প্রাধান্য দেওয়া।

অতঃপর তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক বিভাজন ও মতবিরোধ আঁহযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই হয়েছে। যা এমন এক সময় হওয়ার ভবিষদ্বাণী ছিল যখন প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণ নির্ধারিত ছিল। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই সমস্যার সমাধান হল সেই প্রতিশ্রুত মসীহকে গ্রহণ করা এবং তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করা।

তিনি আরও বলেন, 'এই জন্য মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লা ও আঁ হযরত (সা.) যে সমাধানসূত্র আমাদেরকে বলে দিয়েছেন তা এই যে, সেই যুগের সংস্কারকের যখন আগমণ ঘটবে তখন তাকে গ্রহণ করো। আমার মতে এটিই একমাত্র সমাধান।"

অপর এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান মানব প্রজন্মকে প্রকৃত শান্তি অর্জনের পথে কেন এমন জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে? অথচ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন প্রযুক্তি উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বস্তুবাদিতার এই যুগটিতে যদিও আমরা প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নতি লাভ করেছি, কিন্তু আমাদের লোভ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সারা বিশ্ব এখন বিশ্বজনীন পল্লীতে পরিণত হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অমুক অমুক দেশ বেশি উন্নত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে,তারা বেশি উন্নত ও ধনী অপরদিকে আমরা হলা নির্ধন। এই জিনিসগুলিই অন্যদের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে আর মানুষ অপরের সম্পদ ও সম্পত্তি অন্যায়ভাবে পেতে চাইছে।"

পরাশক্তিগুলি অভাবপীড়িত দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল নিতে চাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে হুযুর বলেন, ' পরাশক্তিগুলি আফ্রিকার দেশগুলি থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সহায়তার নামে কোটি কোটি ডলার সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে।কিন্তু বাস্তবে সেই অর্থ এই সব দেশের উন্নতিকল্পে ব্যয় হচ্ছে না। সত্যিকার অর্থে যদি সেই সব অর্থ আফ্রিকার দেশগুলি উন্নতিতে খরচ করা হত, তবে এশিয়া হোক বা আফ্রিকা, পৃথিবীর গরীব দেশগুলির দারিদ্র রেখা এই পর্যায়ে পৌঁছত না যেমনটি আজ রয়েছে। তাই আমরা বলছি যে, প্রযুক্তির উন্নতির যুগ আমাদের ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে আমাদের মাঝে বৈরিতা তৈরী করেছে।

(ক্রমশ.....)

হযরত খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ)-এর গৃহিত দোয়া সমূহের ঈমান উদ্দিপক ঘটনাবলী

মাওলানা মহম্মদ হামিদ কওসার সাহেব অনুবাদক : মির্যা এনামুল কবীর (মুয়াল্লিম সিলসিলা)

(সূরা বাকারা : ১৮৭)

এই অধমের বক্তৃতার বিষয় হল - 'হজরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ)-এর গৃহিত দোয়াসমূহের ঈমান উদ্দিপক ঘটনাবলী'।

হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) 'আল-ওসিয়াত' পুস্তকের মধ্যে কুদরতের দু'টি ধরণ বর্ণনা করেছেন। প্রথম 'কুদরত' এর অর্থ হল স্বয়ং নবীর সত্তা। এবং দ্বিতীয় কুদরতের অর্থ হল যুগ খলিফা (আইঃ)-এর সত্তা। প্রথম কুদরতের সময়কাল সে যুগের নবীর জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় কুদরত সম্পর্কে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন- "সেটা চিরস্থায়ী যার ধারা কেয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হবে না।"

হজরত মসীহ্ মাওউদ নিজের এক কবিতার পংক্তির মধ্যে বলেন-

قدرت سے، اپنی ذات کا، دیتا ہے حق ثبوت
اُس بے نشاں کی، چہرہ نمائی یہی تو ہے

অর্থাৎ নিজ ক্ষমতার বলে আপন সত্তার সত্য সত্য প্রমাণ দিয়ে থাকেন, সেই অদৃশ্যের এটাই তো নিজ চেহারার প্রদর্শন।

অর্থাৎ আল্লাহতা'লা নিজ সত্তার প্রকাশ বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে করে থাকেন। তার মধ্যে থেকে একটা হল- 'প্রথম কুদরত' অর্থাৎ কালের নবীর মাধ্যমে আল্লাহতা'লার সত্তার প্রমাণ মানব মণ্ডলীর নিকট প্রদান করে থাকেন। এবং নবীর মৃত্যুর পর 'দ্বিতীয় কুদরত' অর্থাৎ যুগ খলিফার দ্বারা আল্লাহতা'লা বিভিন্ন মাধ্যমে নিজ সত্তার প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যা পৃথিবীর সৎ মানুষদের ঈমান বর্ধনের কারণ হতে থাকে। এবং সেই মাধ্যম গুলির মধ্যে একটা হল 'কবুলিয়তে দোয়া' বা দোয়া গৃহিত হওয়া। জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস হল- বর্তমান সময়ে আল্লাহতা'লা সবচেয়ে বেশি দোয়া খলিফাতুল মসীহ্ খামিস (আইঃ)-এর কবুল করে থাকেন।

দ্বিতীয় কুরতের প্রকাশ যার সম্পর্কে হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন- "আমাদের জামাতের বিশ্বাস হল এই যে, যিনি জামাতের খলিফা হয়ে থাকেন তিনি নিজ যুগে জামাতের মধ্যে সমস্ত লোকের চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়ে থাকেন এবং যেহেতু আমাদের জামাত আমাদের বিশ্বাস অনুসারে অন্যান্য সমস্ত জামাত হতে উৎকৃষ্ট তাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট জামাতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যখন সবচেয়ে উত্তম হবেন তখন জীবিত সমস্ত লোকের মাপকাঠিতে নিশ্চয় তাঁকে 'খোদার পর সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান' বলতে পারি।"

(খোতবা জুমআ ২০ আগষ্ট ১৯৩৭ - ২৭ আগষ্ট ১৯৩৭ পৃষ্ঠা : ৬)

যে আয়াত আপনারা শুনেছেন তার মধ্যে আল্লাহতা'লা সৈয়্যেদনা মহম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন:

"হে রসূল যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তখন (তুমি উত্তর দাও যে) আমি তাদের নিকটেই আছি। যখন দোয়াকারী আমাকে আহ্বান করে তখন আমি তার দোয়া গ্রহণ করি। সুতরাং আবশ্যিক যে, দোয়কারীও যেন আমার আদেশাবলীকে মান্য করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। যেন তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।

বর্তমান যুগে সৈয়্যেদনা হজরত মহম্মদ মুস্তফা(সাঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের বিকাশস্থল হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পঞ্চম খলিফা হজরত মির্যা মাসরূর আহমেদ সাহেব নাসরাহুল্লাহু তায়ালা বিনাসরিহিল আযীয মহানবী (সাঃ)-এর অনুসরণ ও দাসত্বে এই আয়াতের লক্ষ্য পূরণকারী। বর্তমান যুগে আল্লাহতা'লার বান্দাগণ হুজুর (আইঃ)-এর নিকট আল্লাহতা'লার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি তাদেরকে নিজ বক্তৃতা ও খুতবার মাধ্যমে আল্লাহতা'লার নিকট হওয়ার বিশ্বাস প্রদান করেন এবং উপদেশ দিয়ে বলেন যে, আল্লাহতা'লা দোয়াকারীর দোয়া সমূহকে গ্রহণ করেন এবং শুধুমাত্র সেই সমস্ত দোয়াই কবুল করে থাকেন যা দোয়াকারীর পক্ষে লাভদায়ক হয়ে থাকে। এবং সেই সমস্ত দোয়াকে গ্রহণ করেন না যা দোয়াকারীর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

অতীতে পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে কাঠের জ্বালানি দিয়ে চুলোয় রান্না করা হত এবং জ্বলন্ত কাঠে আঙার দূর থেকে বড়ই সুন্দর দেখাতো এবং কখনও কখনও দু' এক বছরের শিশুরা সেই আঙারকে ধরার চেষ্টা করত যেন সেটা নিয়ে সে খেলতে পারে কিন্তু মা তাকে আগুনের আঙার ধরা থেকে বিরত রাখত। শিশু মায়ের উপর অসন্তুষ্ট হত ও তাকে নোচানুচি করত এবং আশ্চর্য হত যে, মা তাকে প্রজ্জ্বলিত মনমোহক আঙার নিয়ে খেলতে কেন দিচ্ছে না। শিশু নির্বোধ হলেও মা নির্বোধ নয়। মা জানে যে, যদি আমি বাচ্চার চাওয়া এবং তার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে দিই তাহলে এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে দেওয়া শিশুর জন্য ক্ষতিকারক হবে। একই রূপে যখন আল্লাহতা'লা যিনি দোয়া শ্রবণকারী, বান্দার দোয়া তার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করেন না। এতে দোয়াকারীরই লাভ হয়ে থাকে। কেননা, খোদা যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাতা জানেন যে, যদি আমি এই বান্দার দোয়া তার ইচ্ছানুসারে কবুল করে নিই তাহলে এটা তার জন্য মঙ্গলজনক হবে না।

এই উদাহরণ হতে আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, যখন আমাদের মধ্য হতে কেউ নিজেদের কোন উদ্দেশ্য নিয়ে হজরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস (আইঃ)-এর নিকট দোয়ার আবেদন করে থাকে তখন হুজুর (আইঃ) তার জন্য দোয়া করে থাকেন, কিন্তু আল্লাহতা'লা তার পক্ষে সেই দোয়াই গ্রহণ করেন যা তার জন্য উত্তম ও মঙ্গলজনক হয়।

এটাও আল্লাহতা'লার নিজ বান্দার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি সেই দোয়াকে কবুল করেন না যা তার জন্য ক্ষতিকারক।

এ ব্যাপারে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-বলেন :-

"দোয়া একটা বড় সম্পদ! আফসোস! মানুষ বোঝে না যে তা কী জিনিস? অনেক মানুষ এই ধারণা করে যে, প্রত্যেক দোয়া যে পদ্ধতি এবং অবস্থায় চাওয়া হয় তা কবুল হওয়া উচিত। সেজন্য যখন কেউ দোয়া প্রার্থনা করে এবং সে নিজের অন্তরে ঘনীভূত ধারণা অনুসারে তাকে পূর্ণ হতে দেখে না তখন (সে) নিরাশ হয়ে আল্লাহতা'লার প্রতি কু-ধারণা পোষণকারী হয়ে যায়, অথচ মোমিনের এই মর্যাদা হওয়া উচিত যে, যদি বাহ্যিক ভাবে সে তার দোয়াতে সফলতাপ্রাপ্ত না হয় তখনও যেন নিরাশ না হয়। কেননা, রহমতে ইলাহি বা খোদার আশিষ সেই দোয়াকে তার জন্য কল্যাণকর আখ্যায়িত করেনি। দেখো শিশু যদি আগুনের আঙারকে ধরতে চায় তাহলে মা দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে নেবে এমনকি যদি শিশুর এই নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে একটি চড়ও লাগিয়ে দেয় তবুও আশ্চর্যের কিছু নেই। এমনই রূপে আমার তো এক প্রকার স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হয়, যখন আমি দোয়ার এই দর্শনের প্রতি চিন্তা-ভাবনা করি এবং দেখি যে, সেই সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ের পরিণামদর্শী খোদা জানেন যে কোন দোয়াটি মঙ্গলজনক।"

(মালফুজাত ১ম খণ্ড, পৃ : ৪৩৪-৪৩৫, এডিশান-২০০৩, রাবোয়া প্রকাশনা)

আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে বর্তমান যুগে হজরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ)-এর সত্ত্বা পৃথিবীবাসীর জন্য মূর্তিমান আশিষ স্বরূপ। তাঁর দোয়ার কারণে আল্লাহতা'লা বড়ো বড়ো সংকটাবলীকে দূর করে দেন। সেই বিপদ যার আগমনে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাঁর দোয়ার কল্যাণে আল্লাহতা'লা সেগুলি দিক পরিবর্তন করে দেন। মাননীয় আব্দুল মাজেদ তাহের সাহেব এ্যাডিশানাল উকিলুত তাবশির, লন্ডন বর্ণনা করেন যে, ৪ঠা মে ২০০৬ বৃহস্পিবারের দিন ছিল। হুজুর (আইঃ) সুদূর পূর্বের দেশসমূহের ভ্রমণের সময় ফিজির 'নান্দি'-তে ছিলেন। রাত্রি প্রায় আড়াই তিনটের সময় ছিল। এমন সময় রাবোয়া লণ্ডন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ফোন আসতে লাগল যে, এখন টিভিতে যে খবর আসছে সে অনুসারে এক বিশাল সুনামি ঝড় ফিজির পার্শ্ববর্তী দ্বীপ 'টোঙ্গা'-তে এসেছে এই তুফান শক্তির দিক থেকে ইন্দেনেশিয়ার সুনামি হতেও বড়ো যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে জলে নিমজ্জিত করে দিয়েছিল এবং পৃথিবীর বহু দেশে ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

যখন টিভি খুললাম তখন এই খবর আসছিল যে, এই সুনামি ধীরে ধীরে নিজ ভয়াবহতা ও শক্তি বাড়িয়ে চলেছে এবং সকাল হতে হতে ফিজির 'নান্দি' এর সমস্ত এলাকা জলে নিমজ্জিত হয়ে যাবে এবং আসপাশের দ্বীপসমূহ ও ডুবে যাবে। অস্ট্রেলিয়ার একটা অংশ এবং নিউজিল্যান্ডের ও একটা বিশাল অংশকে ডুবিয়ে দেবে। ভোর ৪.৩০

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সেই ব্যক্তি মো'মেন যার হৃদয়ে ঐশী ভালবাসা উন্মাদনার ন্যায় বদ্ধমূল হয়েছে। সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনাতেও খোদার সঙ্গ ত্যাগ করবে না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid and Family, Basanatapur, 24 pgs(s)**

এর সময় যখন হুজুর (আইঃ) ফজরের নামাজ আদায় করার জন্য আসলেন তখন হুজুর আনোয়ার এর নিকট এই তুফান সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া হল এবং ফোনে কুশলতা জিজ্ঞাসা করার জন্য যে বার্তা সমূহ আসছিল সে সম্পর্কেও অবগত করা হল।

হুজুর আনোয়ার ফজরের নামাজ পড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদা করলেন এবং খোদাতা'লার নিকট দোয়া করলেন, নামাজের শেষে মসীহের খলিফা জামাতের সদস্যদের সম্বোধন করে বললেন, "চিন্তা করবেন না আল্লাহতা'লা অনুগ্রহ করবেন, কিচ্ছু হবে না।"

এরপর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) হোটেলে ফিরে আসেন। ফেরার পর যখন আমরা টিভি খুললাম তখন টিভিতে এই খবর আসা শুরু হল যে, এখন সুনামি শক্তি হারাতে লেগেছে এবং ধীরে ধীরে তার ভয়াবহতা শেষ হতে লেগেছে। অতঃপর দু'-আড়াই ঘণ্টা পর এই খবর আসল যে, ওই সুনামি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে।

সুতরাং সেই দিন পৃথিবীবাসী একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছে যে, সেই সুনামি যে, পরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানষিকে পানিতে নিমজ্জিত করে এই সমস্ত এলাকাকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়ার ছিল, হুজুর (আইঃ)-এর দোয়ার ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারই অস্তিত্ব মিটে গেল। ঐ দিন ফিজির সমাচার পত্র এই শিরোনাম লাগাল যে, সুনামির মিটে যাওয়া কোন অলৌকিকতার চেয়ে কম নয়। মাননীয় আব্দুল মাজিদ তাহের সাহেব বলেন, - "খোদাতা'লার শপথ করে বলছি এবং আমি এ কথার সাক্ষী যে, এই অলৌকিকতা হজরত খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আইঃ)-এর দোয়ার ফলে সংঘটিত হয়েছে।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ নভেম্বর ২০১৪, পৃ: ১৫-১৬)

শ্রোতা মণ্ডলী! যুগ খলিফার দোয়া এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রদেয় তাবার্‌রুক বা প্রসাদ অনেকের আরোগ্যের কারণ হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে আল্লাহতা'লা নিজ অস্তিত্ব এবং দোয়া শ্রবণকারী হওয়ার নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। হজরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, - " হজরত উমর (রাঃ)-এর সময়কালে একবার কায়সার বা রোমের বাদশাহ্ এর মাথায় চরম ব্যাথা শুরু হয় এবং সমস্ত রকমের চিকিৎসা সত্বেও তার কষ্ট দূর হল না। কেউ তাকে বলল হজরত উমর (রাঃ)-এর নিকট নিজের অবস্থার কথা লিখে পাঠিয়ে দিন। এবং তাঁর কাছ থেকে প্রসাদ স্বরূপ কোন বস্তু চেয়ে পাঠান। তিনি আপনার জন্য দোয়াও করবেন আর প্রসাদও পাঠাবেন। তার দোয়ার ফলে তুমি অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। তিনি হজরত উমর (রাঃ)-এর নিকট নিজের দূত পাঠালেন। হজরত উমর (রাঃ) মনে করলেন যে, এরা সম্মানীয় লোক, এরা আবার আমার নিকট কোনদিন আসার ছিল? এখন এরা কষ্টে পড়েছে বলে আমার নিকট নিজের দূতকে পাঠিয়েছে। যদি আমি তাকে এমন বস্তু প্রেরণ করি তাহলে হতে পারে সে ওটাকে খাটো জ্ঞান করে ব্যবহার করবে। সেজন্য আমাকে এমন কোন জিনিস পাঠানো উচিত যা তাবার্‌রুকের কাজও দেবে এবং তার অহংকারকে চূর্ণ করে দেবে। সুতরাং তিনি নিজের একটি পুরানো টুপি যার উপর বিভিন্ন জায়গাতে দাগ লেগে ছিল এবং ময়লার কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে তবার্‌রুক স্বরূপ প্রেরণ করলেন। তিনি যখন সেই টুপিটা দেখলেন তখন তার মনে খুব খারাপ লাগল। এবং টুপি পরল না। কিন্তু খোদাতা'লা এটা দেখতে চেয়েছিলেন যে, তোমার এখন মহম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমেই কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে। তার মাথায় এত ব্যাথা শুরু হল যে, তার চাকরদের বলল সেই টুপি নিয়ে এসো যা উমর (রাঃ) পাঠিয়েছেন। যেন আমি সেটাকে আমার মাথায় দিই। সুতরাং সে টুপিটা পরল এবং তার ব্যাথা নিবারণ হতে থাকল। যেহেতু প্রত্যেক আট-দশদিন পরপর তার এই মাথা ব্যাথা ঘুরে আসত সেজন্য তার রুটিন হয়ে গেল যে, সে যখনই দরবারে বসত হজরত উমর (রাঃ)-এর সেই ময়লা টুপিখানা নিজের মাথায় দিয়ে রাখত।"

(স্যায়রে রুহানী, পৃষ্ঠা - ৩২৬)

দোয়া এবং প্রসাদের মাধ্যমে আরোগ্যলাভ করার ঘটনাবলী পঞ্চম খিলাফত কালেও প্রকাশিত হয়েছে। সময় সাপেক্ষে কিছু উপস্থাপন করব।

"দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একজন নতুন আহমদী মহিলা নাযিরা কাযাম সাহেবা হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নিজের মায়ের ক্যানসার থেকে আরোগ্যের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। যার উত্তরে হুজুর বলেন আল্লাহতা'লা স্বাস্থ্য দান করবেন এবং ফজল করবেন এবং তৎসঙ্গে হুজুর (আইঃ) তার মায়ের জন্য 'আলায়সাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু' লেখা আংটি প্রদান করলেন। যা তার মা পরিধান করলেন। কিছু সময় পর যখন তার মা চেক-আপ করানোর জন্য গেলেন তখন ডাক্তার বললেন যে, এখন তার আর কোনরকম পরীক্ষা বা কেমোথেরাপি করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তার স্বাস্থ্য এখন ক্যানসার হওয়ার পূর্বের চেয়েও ভালো এবং উত্তম হয়ে গেছে। হজরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস (আইঃ) এর দোয়া কবুলিয়তের এই নিদর্শন তার বংশের লোকেদের অন্তরকে বদলে দিয়েছে এবং এই নিদর্শনক দেখে ৩৬ জন সদস্যের পুরো বংশ বয়াত করে জামাতে প্রবেশ করেছে।"

(আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ নভেম্বর ২০১৪, পৃ : ১৪)

শ্রোতা মণ্ডলী! একই ধরনের একটা ঘটনা কাবাবিরের আমির সাহেব জনাব মহম্মদ শরীফ ওদা সাহেব বর্ণনা করেন যে, প্রায় দেড় বছর পূর্বে তার ছোট ছেলে বশিরুদ্দিন ওদা তখন তার বয়স ১২ বছর ছিল খেলার সময় হঠাৎ করে বুকে ব্যাথা অনুভব করল। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর ডাক্তাররা বললেন যে, তার হৃদপিণ্ডের শিরার মধ্যে একটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, যে কারণে রক্ত ঠিকঠাকভাবে চলাচল করছে না। তার অপরেশান করতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন চিকিৎসা নেই। এবং অপরেশানও খুব ভয়ঙ্কর। সেই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের নিকট পাঠানো হল। এবং তারাও একই কথা বলল যে, অপরেশন করতে হবে। আমির সাহেব বলেন যে, আমি আমার স্ত্রীকে বললাম যে আমার ইচ্ছে আছে যে অপরেশানের পূর্বে আমি আমার ছেলেকে হজরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ)-এর নিকট লণ্ডনে নিয়ে যাব। এবং হুজুরের নিকট আবেদন করব যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আংটি তার বুকে রেখে দোয়া করে দিন।

মোটকথা আমি ছেলেকে নিয়ে লণ্ডনে গেলাম এবং হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার হৃৎপিণ্ডের অসুখের কথা জানালাম এবং ডাক্তারদের অপরেশানের সিদ্ধান্তের কথাও জানালাম। কিন্তু খিলাফতের মর্যাদার দাবি ছিল যে, আমি একথা বলতে পারলাম না যে, তার বুকে আংটি রেখে দোয়া করে দিন। কিন্তু অন্তরে বেশ উদ্বেগ ছিল যে, এমনই যেন হয়। যাই হোক হুজুর আনোয়ার কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন এবং দোয়া করলেন। যেমনই আমির সাহেব ও তার ছেলে হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর দপ্তর থেকে বের হতে লাগলেন তেমনই হুজুর ছেলেটিকে ডাকলেন এবং তার জামার উপরের বোতাম খুলে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আংটি তার বুকে রেখে দোয়া করলেন। আমির সাহেব বলেন যে, এরপর আমার অন্তর পরিপূর্ণভাবে প্রশান্ত হল যে, এখন আমার বাচ্চার কিছু হবে না। হুজুর আনোয়ারের দোয়ার কল্যাণে এ আরোগ্যলাভ করবে। ইনশাআল্লাহ॥

যখন কাবাবীর ফিরে আসলাম এবং বাচ্চাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলাম তখন সমস্ত ডাক্তারেরা আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এই বাচ্চাটির অবস্থা তো একবারে স্বাভাবিক এবং কোনো প্রকারের অপরেশানের প্রয়োজন নেই।

সিরিয়ার একজন বন্ধু আহমদ বাকের সাহেব বর্ণনা করেন যে, আমার ছেলে সিরিয়াতে একটি পার্কে খেলা করছিল। এমন সময় গৃহযুদ্ধের অবস্থাতে একটি বোমা তার নিকট এসে পড়ল এবং তার একটা অংশ আমার ছেলের মাথার খুলি ভেদ করে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে গেল। আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের আহমদী সদস্যদেরকে হোয়াটস্ অ্যাপে এ খবর দিলাম যে, আমার ছেলের জীবন এবং সুস্থতার জন্য কেউ আমার আবেদন এখনই হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর নিকট পৌঁছে দিন।

হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ডাক্তারেরা জানালেন যে অবস্থা খুব শোচনীয়। এবং অপরেশন প্রায় ৭-৯ ঘণ্টা চলতে পারে, বাচ্চার পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়া অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কেননা, ব্রেনের পানি বের হয়ে আসছিল এজন্য হয়তো বাচ্চার শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি অথবা বাকশক্তি প্রভাবিত হবে। অথবা বাচ্চা সার্বিক ভাবে পঙ্গুত্বের শিকার হবে।

ব্রেনের পানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থাতে এটা কখনই হয়নি যে, রোগী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছে। দুই ঘণ্টা পরে ডাক্তার বললেন যে, অপরেশন শেষ হয়েছে। আমি বললাম আপনি তো ৭ ঘণ্টা অপরেশনের কথা বলেছিলেন। ডাক্তার বললেন যে, আমিও এ ব্যাপারে আশ্চর্য হয়ে গেছি। এখন আমরা বাচ্চার জ্ঞান ফেরার জন্য চরম অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বলেন আমি পুনরায় হুজুর আনোয়ারের নিকট দোয়ার জন্য আরও একটি দরখাস্ত পাঠালাম। দুদিন পর বাচ্চার জ্ঞান ফিরল এবং আমাদেরকে দেখে মুচকি হাঁসলো বোঝা গেল যে, দৃষ্টিশক্তি ঠিক

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

আছে। সে দেখতে পারে চিনতেও পারে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল আলহামদুলিল্লাহ॥ এর অর্থ ছিল যে, শ্রবণশক্তিও ঠিক আছে। সে শুনতেও পারবে এবং কথাও বলতে পারবে।

এখন শেষ কথা অর্থাৎ সার্বিক পঙ্গু হওয়ার ভয় ছিল। কিছু দিন পর যখন তাকে উঠে চলার কথা বলা হল তখন প্রথমে তো সে নড়বড় করে বসে পড়ল এবং আমাদের ভয় হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে আবার উঠল এবং ঠিকভাবে চলা হাঁটা শুরু করল। ডাক্তার একমাস পর পুনরায় চেকআপ করার জন্য আসতে বললেন। যখন একমাস গেলাম তখন তাকে দেখেই ডাক্তার বললেন তার কোন চেকআপের প্রয়োজন নেই। সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। তিনি লেখেন যে, এটা শুধুমাত্র যুগ খলিফার দোয়া কবুলিয়তের মো'জেযা ভিন্ন কিছু নয়।

* মালির জেজনি প্রদশের ঘটনা, এখানকার একজন খুদ্দাম সাউংগালু তারআউরে যিনি আহমদী তো ছিলেন কিন্তু বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃষ্টিপাত ছিল না। কিছুদিন পরে তার মেয়ে হাওয়া যার বয়স এক বছর, অসুস্থ হল। এবং এত অসুস্থ হল যে, সমস্ত ধরনের চিকিৎসার পরেও ডাক্তারেরা বললেন একে ঘরে নিয়ে যাও। এ বাঁচবে না। ঘরে ফিরে খুব কষ্টের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় মনে আসল যে, মুরুব্বি সাহেব বক্তৃতা করেছিলেন যে, আল্লাহতা'লা হজরত খলিফাতুল মসীহর দোয়া শোনেন। এখন আমি সঙ্গে সঙ্গে তো খলিফার নিকট আমার বার্তা প্রেরণ করতে পারবো না, কিন্তু হে আল্লাহ্! তুমি কোন নিদর্শন দেখাও যেন আমি এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারি।

তিনি বলেন যে, এরই মাঝে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম এবং স্বপ্নে দেখলাম যে, হুজুর আনোয়ার এসেছেন এবং সেখানকার স্থানীয় ভাষায় একটি গাছ যাকে 'গাবালে' বলা হয় এর সম্পর্কে বললেন যে, এর পাতা ভেঙে নিয়ে এসো এবং সেটাকে সিদ্ধ করে তার পানি দিয়ে মেয়েকে গোসল করাও এবং পরে তাকে পান করাও।

এই আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে সে জেগে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের পাতা ভেঙে এনে মেয়ের চিকিৎসা শুরু করলাম। এবং খোদাতা'লার আশ্চর্য করণ দেখুর যে, সেই দিনই রাত আসার পূর্বে তার মেয়ে সুস্থ হয়ে গেল এবং আজ পর্যন্ত সুস্থ সবল আছে।

* কোসেভোর একজন বন্ধু মিনেটর সাহেব বর্ণনা করেন যে, নিজের আবেগ ও অনুভূতি আমার জন্য বর্ণনা দুঃসাধ্য। হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর এমন অনুভূতি হচ্ছে যে, আমার জীবনটাই যেন পরিপূর্ণ এবং সফল হয়ে গেছে। আমার জীবনের একটা ইচ্ছা ছিল যে, এমন কোন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমি সাক্ষাত লাভ করি যিনি দুনিয়ার চিন্তাকারী হবেন এবং যার সাক্ষাতে আমার যাবতীয় সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট নিরসন হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ্ এই জলসাতে এমন ব্যক্তিত্ব আমি পেয়ে গেছি। যিনি আমাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছেন এবং আমি বয়াত করে নিয়েছি এবং বয়াত করার সময় আমার মনে হচ্ছিল যে, আমি যেন খোদাতা'লার নিকটে হয়ে গেছি।

আমার একটি চার বছরের ছেলে আছে আর সে চলতে ফিরতে পারত না। আমি হুজুর আনোয়ারকে দোয়ার জন্য পত্র লিখলাম এবং নিজের এই কষ্টের কথা উল্লেখ করলাম যে আমার চার বছরের ছেলে চলাফেরা করতে পারে না। তিনি বলেন যে, দোয়ার জন্য পত্রটি লিখে সবে দু'দিন পার হয়েছিল যে, আমার ছেলে নিজ পায়ের উপরে ভর করে হাঁটা শুরু করে দিল। এবং আলহামদুলিল্লাহ্ এখন সে হাঁটা নয় বরং দৌড়তে ও পারে। এই অলৌকিকতা শুধুমাত্র খলিফাতুল মসীহর দোয়ার সুবাদে হয়েছে।

* কিছুকাল পূর্বে মুম্বাসা অঞ্চলের একজন বন্ধু জমা সায়িদি কোয়ী সাহেব এর নিজ স্ত্রী এবং কন্যা সহ পথ দূর্ঘটনা ঘটে। তার মেয়ের সেখানেই মৃত্যু ঘটে স্ত্রী ও আহত হন কিন্তু তিনি স্বয়ং চরমভাবে আহত হন। একটা পায়ের তিনটি জায়গা ভেঙে যায়। তাকে হাসপাতালে আনা হয়। অপরেশন করে (পায়ে) রড লাগানো হয়। কিন্তু ক্ষত নিরাময় হল না। বিভিন্ন ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ করা হল। পরিশেষে সমস্ত ডাক্তারগণ একটা পরামর্শ দিলেন যে পা কেটে বাদ দেওয়া হোক। কেনিয়ার আমীর সাহেব বলেন যে, আমি তাকে বললাম যে, আর কিছু দিন অপেক্ষা করে নাও আর সদকা দিয়ে হুজুর আনোয়ার খলিফাতুল মসীহ্কে দোয়ার জন্য পত্র লেখো। সুতরাং একদিকে হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর নিকট দোয়ার জন্য পত্র লেখা হল আর অন্য দিকে পরের দিনেই অন্য একজন ডাক্তার চেক করলেন এবং বললেন এখন পা কাটবেন না। আমরা আরও একবার চেষ্টা করে দেখি। সুতরাং আবার নতুনভাবে চিকিৎসা শুরু হল। এবং হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর দোয়ার ফলে তিনি আরোগ্য পেতে থাকলেন এবং তিনি পরিপূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

* বেনিনের একটি জামাত Ago demou এর একজন মহিলা খুব সমস্যায় জর্জরিত থাকত। সে চাষাবাদ করত কিন্তু এমন ভারো হত না যে, তার জীবন অতিবাহিত হতে পারে। সুতরাং এক বছর সে বেনিনের জলসায় আসল সেখানে একটি স্টল থেকে হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর একটি ছবি কিনে নিয়ে গেল। এবং প্রত্যেকদিন আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করত যে, হে আল্লাহ! আমি ইমামের জামাতের সঙ্গে সংযুক্ত। যার দোয়া সমূহ কবুল হয়ে থাকে। আমারও দোয়া শোনো। এবং আমার ফসল উত্তম করে দাও। সুতরাং আমাদের সেখানকার মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন যে, এবারে তার ফসল আশ্চর্য জনক ভাবে খুব ভালো হয়েছে। এবং সে খুব আনন্দিত আছে। এবং আহমদীয়াতের উপর তার ঈমান দৃঢ় হয়েছে যে, প্রকৃতই আল্লাহতা'লা জামাত আহমদীয়ার দোয়া কবুল করে থাকেন।

* Michel Ikina (মিসেল আকিনা) সাহেব লোবো মাবাশিতে অ্যাডভকেট জেনারেলের পদে ছিলেন। একদিন তিনি নিজ স্ত্রীর অসুস্থতার কথা উল্লেখ করলেন। তাকে উৎসাহ প্রদান করাতে তিনি ওই সময়েই একটি পত্র হুজুর আনোয়ার আইঃ)-এর নিকট লিখে পাঠালেন। তার স্ত্রী সাউথ আফ্রিকাতে চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছিলেন। একদিন ডাক্তার রুটিন মাফিক চেক-আপ করে চলে গেলেন। সে সময় ডাক্তার বাবু একটি কনফারেন্সের জন্য ইটালি রওনা হওয়ার ছিল। ডাক্তার বাবু হাসপাতাল থেকে সোজা এয়ারপোর্ট -এ যাওয়ার ছিল। যখন ডাক্তার বাবু রওনা হলেন তখন রোগীনির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। অন্য দিকে ডাক্তার বাবু নিজের ব্যাগ ওই রোগীনির কামরাতেই ভুলে যান। সুতরাং অর্ধেক রাস্তা থেকে নিজের ব্যাগ নেওয়ার জন্য ফিরে আসলেন। রোগীনির অবস্থা দেখে যাত্রার ভ্রুক্ষেপ না করে চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যখন রোগীনির অবস্থা ভালো হলো ততক্ষণে ফ্লাইটের সময় অতিক্রম করে গিয়েছিল। তথাপি ডাক্তার বাবু এয়ারপোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হয়তো ফ্লাইট এখনও রওনা নাও হতে পারে। ওদিকে ফ্লাইট ওড়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল যে শেষ সময়ে প্লেনের টায়ারে কোন ত্রুটি দেখা দিল। এবং সেটিকে মেরামত করার জন্য ফ্লাইট দেরি হয়ে গেল। এবং ডাক্তার ফ্লাইট পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। ডাক্তারের ফিরে আসা এবং আমার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষা পাওয়া এ সমস্ত কিছু হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর দোয়ারই কল্যাণ ছিল।

* এক বছর হুজুর আনোয়ারে (আইঃ) জার্মানির সফরের সময় মিউনিখ শহরে ছিলেন। সেখান থেকে প্রোগ্রাম অনুসারে পরের সফরের জন্য রওনা হওয়ার ছিল। এবং দুডুরে একই স্থানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম-এর কথা ছিল।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) এর একটি ওষুধের প্রয়োজন ছিল। হুজুর আনোয়ার ডাক্তার আতহার যুবের সাহেবকে বললেন যে এই ওষুধটি ফার্মেসি থেকে নিয়ে আপনি দলের সঙ্গে মিলিত হবেন। সুতরাং ডাক্তার সাহেব যখন ওষুধ নেওয়ার জন্য ওষুধের দোকানে গেলেন তখন সে সময় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য এক-দেড় ঘণ্টার বেশী সময় বিরতি ছিল। এখন ডাক্তার সাহেব বলেন যে, আমি চিন্তিত হলাম। আমার সঙ্গী আমরা চলে যাই চলুন। কিন্তু আমি বললাম যে, না আমর ওষুধ নিয়েই যাব। খোদাতা'লা স্বয়ং কোন ব্যবস্থা করে দেবেন।

তিনি বর্ণনা করেন যে আমরা এমন চিন্তাই করছিলাম এমন মুহূর্তে হঠাৎ করে একটা কার ওষুধের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। তার ভিতর তেকে একজন মহিলা বের হয়ে আসল এবং দোকান খুলতে লাগল। আমরাও গাড়ি থেকে নেমে চলে আসলাম। এবং তাকে বললাম আমাদের এই ওষুধটি চাই। তিনি বললেন যে, আমার জীবনে এমন হয়নি যে, আমি ঘরের চাবি দোকানে ভুলে ঘরে চলে গেছি। আজ আমি প্রথমবার ভুলেছি। আর আমি চাবি নিতে ফিরে এসেছি। খোদাতা'লার ইচ্ছা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য নিজের কাজ সম্পাদন করে থাকেন। তার চাবি ভুলে যাওয়া কোন নিয়তির অন্তর্গত ছিল। সুতরাং তার কাছ থেকে ওষুধ নিলেন এবং দলের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন।

* নেপালে বিগত বছরে ভূমিকম্প এসেছিল এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট জার্মানির ডাক্তারদের টিম সেখানে যাওয়ার ছিল। প্লেনের সিট বুক হয়ে গিয়েছিল। বরং এয়ার লাইন্স কর্তৃপক্ষ অফার ও প্রদান করেছিল যে, আপনারা মানব সেবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। আপনারা নিশ্চিন্তায় তিন-চারশো কে.জি মালপত্র ও সঙ্গে নিতে পারেন। এবং এই মালপত্র বিনামূল্যে যাবে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর এই টিম-এ চার-পাঁচজন জার্মান ডাক্তারও ছিলেন। রওনা হওয়ার ঠিক একদিন পূর্বে জার্মানির হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর চেয়ারম্যান হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর নিকট এই সফরের প্রোগ্রাম প্রেরণ করলেন যে, এরকম একটা ডাক্তারের টিম রওনা হচ্ছে। হুজুর আনোয়ার তার উত্তরে বললেন "Stop them তাদেরকে থামিয়ে দাও।" হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 3 Mar, 2022 Issue No. 9

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

চেয়ারম্যান সাহেব বলেন যে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমল করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সফরকে বাতিল করলাম। ডাক্তাররা যেহেতু জার্মান ছিলেন তারা চিন্তিত ছিলেন যে, কি কারণ হল? যাইহোক আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে দিলাম।

এখন পরে দেখুন যে কি ঘটে, যে প্লেনে তারা সফর করার ছিল তাতে কিছু অন্য N.G.O ও সফর করছিল। যখন জাহাজ নেপালের এয়ারপোর্টে অবতরণ করল তখন সেই সমস্ত N.G.O সমূহের কোন একটিকেও নেপাল সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ কারণে দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দিল না। সুতরাং তাদের সবাইকে এয়ারপোর্ট থেকে (দেশে) ফিরে আসতে হল। এখন দেখুন যে, যুগ খলিফার নির্দেশ Stop them আমাদের হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর টিমকে কত বড় সমস্যা থেকে রক্ষা করল। অন্যথায় তাদেরকেও এত লম্বা সফর করার পর এয়ার পোর্ট থেকে ফিরে আসতে হত।

* শ্রোতা মণ্ডলী! কখনও কখনও বিশ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্ণয়কে পরিবর্তন করানো ছাত্রদের আয়ত্বের মধ্যে থাকে না। তাদেরকে ব্যবস্থাপনার নির্ণয়ের সর্বাবস্থায় মান্য করতে বাধ্য থাকতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা যখন কোন বিষয়ে বলেন 'কুন' তখন 'ফাইয়াকুন' হতে আরম্ভ করে। এবং ব্যবস্থাপনার প্রবণতা যা আল্লাহতা'লার ক্ষমতার ক্ষমতার আয়ত্বে আছে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং এ-বিষয়ে পাকিস্তানের এক ছাত্রি লেখেন যে, - "২০১১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আমার M.A. 2nd সেমিস্টার এর পরীক্ষা হওয়ার ছিল। এবং তারপর আমাদের কাদিয়ানের জলসায় যাওয়ার ছিল। কিন্তু কিছু অস্বাভাবিক কারণে একটা পরীক্ষা বিলম্বিত হয়ে ২৮ ডিসেম্বরে রাখা হল, যা জলসার দিন ছিল। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বললাম যে, আমার এই পরীক্ষাটা আগে নিয়ে নিন। কেননা, ওই দিন গুলোতে আমি India তে থাকব। কিন্তু যেহেতু এটা ইউনিভার্সিটির নিয়মের বিরুদ্ধে ছিল তাই তারা নিষেধ করে দিল এবং বলল এটা অসম্ভব। সেজন্য হয় তুমি পরীক্ষা দিয়ে যাও অথবা পরের বছর এই পেপারটি Supplementary দিয়ে যাও। Supplementary দেওয়ার ক্ষতি আমার এই হত যে, এখন পর্যন্ত আমার যা স্থান চলে আসছিল তার থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যেতাম। কিন্তু সেখানে আমি একথা বলে চলে আসলাম যে, ঠিক আছে আমি পরের বছর দিয়ে নেব আমার এখন যাওয়া জরুরি। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে মনের মধ্যে দুঃও ছিল।

ঘরে ফিরে হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-কে Fax করলাম এবং সম্পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলাম এবং দোয়ার আবেদন করলাম যে, আপনি দোয়া করুন যে, আমার অন্তর খোদার সন্তুষ্টিতে যেন সন্তুষ্ট থাকে। Fax করার পর আমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেল। এবং বাকি পরীক্ষা সমূহ ভাল প্রস্তুতির সঙ্গে দিলাম।

পরীক্ষার পর ১৫ তারিখে আমার প্রফেসারের ফোন আসল যে তুমি কবে যাবে ? আমার এই বলার পর যে, ১৮ তারিখে যাব। তিনি বললেন যে আমি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি, তুমি ১৭ তারিখে এসে পরীক্ষা দিয়ে নেবে। আনন্দ এবং আশ্চর্যের মিলিত আবেগের সঙ্গে আমার থেকে কথা বের হচ্ছিল। তিনি বললেন যে, দরখাস্তের সঙ্গে 'পাসপোর্ট' এবং 'ভিসা' এর নকল ও লাগিয়ে আনবে। কিন্তু সেই দিন পর্যন্ত যেহেতু 'পাসপোর্ট' বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে থাকে তাই সেখান থেকে তা চেয়ে আনা অসম্ভব ছিল। একথা আমি তাকে জানালাম যে কোন Document এখন আমার নিকট নেই। এর উত্তরে তিনি বললেন যে, তোমার কোন Document দেখানোর দরকার নেই, তুমি শুধুমাত্র এসে পরীক্ষা দিয়ে দাও। খোদাতা'লার কৃপা ও দয়াতে প্রথম স্তর ভালোভাবে পার হল। এরপর পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল কেননা, আমি তার একেবারেই প্রস্তুতি নিই নি। এবং এখন শুধুমাত্র একটা দিনই অবশিষ্ট ছিল যাতে পরীক্ষা এবং সফর দুটোরই প্রস্তুতি নিতে হত। হুজুর আনোয়ার (আইঃ)-এর নিকট দোয়ার জন্য Fax করে পড়তে বসে গেলাম। প্রশ্ন পত্র যথেষ্ট শক্ত আসল। কিন্তু দোয়া করে যতটা সম্ভব হল ততটা করে চলে আসলাম। এবং আমরা কাদিয়ানের জলসায় চলে গেলাম। যেখানে আমাদের অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ হাসিল করার এবং দোয়া করার সুযোগ হল। আমার অনুপস্থিতিতে বাকি ক্লাসের ওই পরীক্ষাটি হয়ে গিয়েছিল এবং আমার প্রশ্নপত্রের তুলনায় যথেষ্ট সহজ আসল। যার পর আমার ভালো নম্বর আসার একেবারে আশা ছিল না। কিন্তু যখন ফলাফল বের হল তখন ওই বিষয়ে ক্লাসের মধ্যে আমার সর্বোচ্চ নম্বর আসল। এবং সার্বিকভাবে ক্লাসে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হলাম। এসমস্ত কিছু আল্লাহতা'লার অসীম কৃপা এবং হুজুরের দোয়ার সুবাদে সম্ভব হল।
(দৈনিক আলফজল, ২৮ ডিস্বের ২০১৫)

* শ্রোতা মণ্ডলী! পরিশেষে হজরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর দোয়া সম্পর্কে দু'টি ঈমান বর্ধক ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে : -

মাননীয় আসিফ মাহমুদ বাসিত সাহেব লেখেন যে, -

আমি বড়ই আদরের সঙ্গে হজরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, "হুজুর আমরা তো আমাদের দুঃখ-কষ্ট আপনার নিকট নিয়ে আসি এবং মনকে হাল্কা করে নিই। আপনি কী করেন?"

(হুজুর উত্তর দিলেন) - "আমি আল্লাহতা'লার নিকট নিয়ে যাই। সমস্ত কিছু তাঁরই নিকট নিয়ে যাই। বরং প্রত্যেককেই নিজেদের দুঃখ-কষ্ট আল্লাহতা'রার নিকট নিয়ে যাওয়া উচিত। আমাকেও যারা দোয়ার জন্য লেখে আমি তাদের জন্য দোয়া তো কুর কিন্তু একই সঙ্গে একথাও বলি যে, নিজেও আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করুন।

অতঃপর আসিফ মাহমুদ বাসিত সাহেব নিবেদন করলেন যে, - "হুজুর জলসা (লন্ডন) এর শেষের দিন হুজুর যখন মগরিব ও ঈশার নামাজ পড়াচ্ছিলেন তখন হয়তো মাইক বেশি সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল ছিল অথবা বেশি নিকটে ছিল হুজুরের সিজদার অবস্থার দোয়া শোনা যাচ্ছিল। হুজুর (আইঃ) জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা কি আওয়াজ আসছিল ?

নিবেদন করা হল - 'হুজুর' এটাই শুধু বার বার শোনা যাচ্ছিল যে, "হে আল্লাহ্ দয়া কজরো, হে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করো এবং বড়ো ব্যাথার সঙ্গে বার বার এই দোয়াই ছিল যা শোনা যাচ্ছিল।"

হুজুর বললেন হ্যাঁ এটাই সব থেকে ভালো দোয়া এই দোয়ার মাঝে সমস্ত দোয়া নিহিত আছে। মানুষ অন্যান্য দোয়াও করতে পারে।

* শ্রোতা মণ্ডলী! ৭২ দলে বিভক্ত মুসলমানদের না কোন উপদেশ দাতা আছে না কোন সমস্যা শোনার কেউ আছে। মুসলমানদের মধ্য হতে শুধুমাত্র জামাত আহমদীয়াই সেই সৌভাগ্যশালী জামাত যার নেতৃত্ব ও ইমামতি আল্লাহতা'লার প্রতিষ্ঠাকৃত খলিফা করছেন। তিনি জামাতের সদস্যদের সমস্যা ও কষ্ট নিবারণের জন্য আল্লাহতা'লার নিকট সবিনয় নিবেদন এবং দোয়া করছেন। এ সম্বন্ধে হজরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) বলেন :

"পৃথিবীর এমন কোন নেতা আছেন যিনি অসুস্থদের জন্য দোয়াও করেন ? এমন কোন নেতা আছেন যিনি নিজ জাতির কন্যাদের বিবাহ সম্বন্ধের জন্য অস্থির হয়ে থাকেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন ? এমন কোন নেতা আছেন যারা ছেলেদের শিক্ষার জন্য চিন্তিত হন ? জামাত আহমদীয়ার সদস্যরাই সেই সৌভাগ্যবান মানুষ যাদের চিন্তা যুগ খলিফা করে থাকেন যে, তারা শিক্ষা অর্জন করুক। তাদের স্বাস্থ্যের চিন্তা যুগ খলিফার থাকে রিশটার সমস্যাবলী ও আছে। মোট কথা পৃথিবীতে বসবাসকারী আহমদীদের এমন কোনও সমস্যা নেই যদিও তা একান্ত নিজস্ব হোক অথবা জামাতীয়, যার প্রতি যুগ খলিফার দৃষ্টি থাকে না বরং তা দূরীকরণের জন্য বাস্তব প্রচেষ্টা ছাড়াও আল্লাহতা'লার নিকট সিজদাবনত হন না, এবং তার নিকট দোয়া যাচনা করে না। আমি একটি ছক কষেছি, অসংখ্য কাজের, যা কোদাতা'লা যুগ খলিফার দায়িত্বে অর্পণ করেছেন এবং সেগুলো তিনি পালন করবেন। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে আমি অন্তঃদৃষ্টিতে পৌঁছাইনি এবং তাদের জন্য ঘুমানোর সময় ও জাগ্রত অবস্থায় দোয়া করি নি। এ সমস্ত কথা আমি এজন্য বলছি না যে, আমার কোন অনুভূতি হচ্ছে। এটা আমার দায়িত্ব। আল্লাহতা'লা করুন যে, আমি এর থেকে বেশি দায়িত্ব পালনকারী হতে পারি। (খুতবা জুমআ ৬ জুন ২০১৪)

শ্রোতা মণ্ডলী! প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব যে, তারা যেন সর্বদা দোয়য়া করতে থাকে যে, আল্লাহতা'লা যেন আমাদের প্রিয় ইমামের বেদনাপূর্ণ দোয়া কবুল করতে থাকেন। আল্লাহুম্মা আইয়্যেদ ইমামনা বিরুহিল কুদুস ওয়া বারিক লানা ফি...আমরিহি (আমিন)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir